লোকগীতি – প্রথম লাইন

নীল রঙে ক্লিক করুন
প্রথম লাইন pdf ফাইল দেবে
Click on blue. First line gives a pdf file

২১ ফেব্রুয়ারি ২০০৪
(Last updated 13 September 2017)

Work in progress | Please Read Me

প্রথম বর্ণ

অ (A)	আ (Aa)	ই (I)	ঈ (II)	উ (U)	ঊ (UU)
ঋ (RR)	এ (E)	ঐ (OI)	ও (O)	ঔ (OU)	
ক (k)	খ (kh)	গ (g)	ঘ (gh)	ঙ (NG)	
চ (c)	ছ (ch)	জ (j)	ঝ (jh)	ঞ (NJ)	
ট (T)	ঠ (Th)	ড (D)	ঢ (Dh)	ণ (N)	
ত (t)	থ (th)	দ (d)	ধ (dh)	ন (n)	
প (p)	ফ (ph)	ব (b)	ভ (bh)	ম (m)	
য (J)	র (r)	ল (l)	শ (sh)	ষ (Sh)	স (s)
হ (H)	ক্ষ (kK)		ং (NNG)	ঃ (h)	ঁ (NN)

আলাদা চিহ্ন: নতুন ঢোকানো
(অ): অন্যান্য (লোকগান নয়)

বিষয় অনুযায়ী

ঝুমুর	বাউল	ভাওয়াইয়া	ভাটিয়ালী
লালন	হাসন		
বাকি সব (নীচের তালিকা)			
আগমনী	খাটু	গম্ভীরা	গাজন
গাজীর গান	গোঠের গান	ঘাটু	জারি
টুসু	ত্রিনাথের গান	ধর্মীয়	ধামাইল
নিমাই	নৈলা গান		প্রেমের গান
বাইদ্যার গান	বিচ্ছেদী	বিজয়া	বিয়ের গান
ভাদু	মনসার গান	মুর্শিদা	শ্যামাসঙ্গীত
সারিগান	অন্যান্য		

অ top

অ মোর, তনের বন্ধুরে
অকি গাড়িয়াল ভাই কতয় রব
অকুল পাড় দেখে মোদের লাগল
অকৈতব মানুষের কথা কইতে লাগে
অখণ্ড মঙ্গলাচারে ব্যাপ্ত চরাচর
অজ্ঞান তিমির হে গুরু নাশ
অজানা খবর না জানিলে কিসের
অতীত কালে যারা জাতি সৃষ্টি
অতীত গিয়াছে অতীতে মিলায়ে, সম্মুখে
অদ্য দিবস অবশেষ কালে, আচম্বিতে
অধরাকে ধরতে পারি কই গো
অধরাকে ধরবে, ওরে সহজ মনচোরা
অধরে দশন দাগ
অনাদির আদি শ্রীকৃষ্ণ নিধি
অনুরাগ নইলে কি সাধন হয়
অনুমানে ভজলে পরে মানুষ ধরা
অনুরাগ-উদয় হলে পাত্র
অনুরাগে গাছ কাটিলেই কি গাছি
অনুরাগের ঘরে মার গা চাবি
অনুরাগের মানুষ সহজে পাগল
অনেক দিনের পাগল আমি ঘুরে
অনেক ভাগ্যের ফলে সে চাঁদ
অন্তরে বৈরাগীর লাউ
অন্তরে যার সদাই সহজরূপ জাগে
অন্তিমকালের কালে ও কি
অন্ধকারের আগে ছিল সাঁই রাগে
অন্ধকারে রাগের পরে ছিল যখন
অপার সংসার নাহি পারাপার
অপারের কাণ্ডার নবীজি আমার
অবোধ মন, তুমি আর দিন

অবোধ মন রে
অবোধ মন রে তোমার হলো
অবোধ মন তোরে আর কী
অমাবস্যার দিনে চন্দ্র থাকে কোন
অমৃত মেঘের বারি মুখের কথায়
অমৃত সে বারি অনুরাগ নইলে
অমর্ত্যের এক ব্যাধ বেটা হাওয়ায়
অরূপের রূপের ফাঁদে
অরে অ নাগর অবলার দেশে
অসার ভেবে সারা দিন গেল

আ top

আই মোর পায়ে বা ঘুংরা
আই মোর সতীনগুলা কয়
আইজ কেন মোর প্রাণ সজনী
আইজ বুঝি তোরে যাবে লইয়া
আইজ রণে সাজিলো সোনাভাই রে
আইন মাফিক নিরিখ দিতে ভাবো
আইন সত্য মানুষ বর্ত্ত কর
আইস রে রসিক বন্ধু একবার
আউনি বাউনি সোনার বাউনি
আউয়ালে হয় দুই দল শুনি
আকাশের গায়ে আলো ফুটেছে
আকার কি নিরাকার
আকারে ভজন সাকারে সাধন, তায়
আগা নাও যে ডুব ডুব
আগুধারে আয়না রেইখে
আগুন আছে ছাইয়ের ভিতর
আগে কপাট মারো কামের ঘরে
আগে কি সুন্দর দিন কাটাইতাম
আগে কে জানে গো এমন
আগে ঘরের খবর না জেনে
আগে ছিল জলময় পানির উপর
আগে জান না ওমুরায় বাজী
আগে জান হাওয়ার স্থিতি
আগে জান রে মন কিসে
আগে দেহের খবর জান গে
আগে না জেনে প্রেম ফল
আগে না জেনে মোজো না
আগে নিজের সম্বল বান্ধো
আগে মন মানুষ
আগে মানুষ পরে ধর্ম জাতির
আগে শরীয়ত জান বুদ্ধি শান্ত
আগে সাঁতার শিখরে জেলে, তবে
আছ সব ঘটে, কপটে, ত্রিকূটে,
আছে আদি মক্কা এই মানব
আছে ইয়ার ছয় জনা, তাদের
আছে এক মনের মানুষ
আছে এক সোনার মানুষ দেহপিঞ্জরে
আছে দীনদুনিয়ায় অচিন মানুষ একজনা
আছে ভাবের তালা সেই ঘরে
আছে মানুষ মানুষেতে
আছে যার মনের মানুষ মনে
আজ আমাদের আজ আমাদের
আজ আমায় কোপনি দে গো
আজ আমার অন্তরে কি হল
আজ কি আনন্দ
আজ কি আনন্দ হৈল জনক
আজ কি দেখতে এলি
আজব এক জাহাজ গড়ে
আজব কারখানা ওরে বুঝা সাধ্য
আজব শহর লহর বানালে কোন
আজি আউলাইলেন মোর বান্দা ময়াল
আজি গাও তোল গাও তোল
আজি নদী না যাইওরে
আজি মর্ত্তবন, নন্দন কানন
আজগবি বৈরাগ্য-লীলা দেখতে পাই
আঁধার মোকামে একটি রূপের বাতি
আঁধারি ভাদর রাতি
আত্মতত্ব বিচার কর দেখি ওরে
আত্মরতি খণ্ড করে শরিক হয়
আদম দেহের ভেদ জেনে
আদমে আহম্মদ এসে নবী নাম
আধ-আধ কথা কয়, আধ-আধ হাসে
আনন্দবাজারে চলে যাও
আনন্দবাজারে দেখলাম অমি
আনন্দে মাতিল সর্বপুরী
আপন কর্মদোষে সব হারালি মন
আপন ঘরের কোণে আছে মালিক
আপন ঘরের খবর নে না
আপন ছুরাতে আদম গঠলে দয়াময়
আপন জুতে না পাকিলে কি
আপন দেহের খবর জান
আপন দেহের খবর জান রে মন
আপন মনের গুণে সকলই হয়

আপন মনের মানুষ মনে রেখো
আপন সুরতে আদম গঠলেন দয়াময়
আপনার আপন খবর নাই
আপনার আপনি ফানা হলে
আপনাকে আপনি চেনা যায় কিসেতে
আপনারে আপনি চেনা যদি যায়
আপনাকে আপনে যে
আপনাকে চিনলে পরে চেনা যায়
আপনারে আপনি চিনিনি
আপনারে আপনি মন না জানি
আবার যখন গান ধরেছি গাব
আবো নওদিরাটা মরিয়া মোর সে
আম পারং মুঁই ঝোপায় ঝোপায়
আমতলায় ঝামুর ঝুমুর
আমরা পৌষ পরবে টুসু পাতিব
আমা দিয়ে হবে না নাগর,
আমা হইতে দয়ামায় নাম গিয়াছে
আমার অন্তরের মাঝে গো
আমার আপন খবর আপনার হয়
আমার আপন খবর নাইরে কেবল
আমার আপন খবর হয় না
আমার আপন ঘরের খবর হয়
আমার আমার কে কয় কারে
আমার এ ঘরখানায় কে বিরাজ
আমার ঐ নিতাই চাঁদের
আমার এই দেহ-নদী চলতে ভারি
আমার এই পেটের চিন্তে
আমার এই বাড়িতে
আমার কাদা মাখা সার হলো
আমার কালো পাখি গেল উড়ে
আমার কাংখের কলসী
আমার গলার হার খুলেনে, ওগো
আমার গোপন প্রেমের কথা রে
আমার গোঁসাই রে নি
আমার ঘরের চাবি পরের হাতে
আমার ঘরকে ভাদু এইলেন
আমার জাত গেল
আমার টুসু ধনে
আমার ঠাহর নাই গো
আমার দিন তো গেলো সইন্ধ্যা
আমার দেখে শুনে জ্ঞান হল
আমার নাই আঁধারের ভয়
আমার নাইকো বাড়ি ঘর
আমার বউ কথা শুনে না
আমার বন্ধু বিনোদিয়া রে
আমার বাউল গানের একতারাটা
আমার বাড়ি ছাড়িয়া কোথা যনে
আমার বাঙলায় করে মন ফাঁপর
আমার ভাইয়ারে বিয়া দিলি
আমার ভাদু দক্ষিণ যাবে
আমার ভাদু মণি সোনার খনি
আমার ভাদু মান করেছে, খায়না
আমার ভাবনার কিন্তু দূর হইল না
আমার মন অসার সংসার মাঝে
আমার মন চলেছে বাতাসের আগে
আমার মন চালাও রে কলের গাড়ী
আমার মন চোরারে কোথা পাই
আমার মন ভেঙ্গে গেলি
আমার মন মাঝি তোর বৈঠা
আমার মনে যারে চায় তারে
আমার মনের মাধুরী
আমার মনের মানুষ খেলছে মণিপুরে
আমার মনের মানুষ, প্রাণ সই
আমার মনের মানুষের সনে
আমার মুর্শিদ ধনের বাজারে
আমার যেমন বেণী তেমনই রবে
আমার সোনার নৌকায় লেগে নোনায়
আমার সকলই আছে, তুমি তো
আমার সাধ না মিটিল
আমার সোনার চাঁদকে কামাইতে
আমার হয় না রে সে
আমার হল না সাধনা ইষ্ট আরাধনা
আমার হাড় কালা করলাম রে
আমার শ্বশুর করে খুশুর খুশুর
আমার শ্যাম বিনে ভেবে ভেবে
আমার শ্যাম শুকপাখী গো
আমারে কি রাখবেন গুরু
আমারে দেও চরণতরী
আমারে নি পড়ে তোমার মনেরে
আমারে বানাইলে পিরীতের দেওয়ানা
আমায় এত রাতে কেনে ডাক দিলি
আমায় কে গো ডাকিয়া কয়
আমায় ঘর ছাড়া করিলি রে
আমায় দেখা দিয়ে নিদয় হয়ে

আমায় না ডুবালে জলে দয়াল
আমায় নিয়ে ব্রজে চলো ভাই
আমায় পাগল করিয়া গেল নিজে
আমায় পিরিতে কৈরাছে
আমায় ভাসাইলি রে
আমি অপার হয়ে বসে আছি
আমি আমার পরিচয় করিয়েছি
আমি আর কিছু চাহে নাই
আমি এই যে ভিক্ষা চাই
আমি একটি পাখি ধরেছি
আমি একদিন না দেখিলাম তারে
আমি এমন জনম পাবো কিরে
আমি ঐ চরণের দাসের যোগ্য
আমি কতো শুনি কতোই দেখি
আমি করি কেমনে শুদ্ধ সহজ
আমি কাঙাল দয়াল গুরু
আমি কার কাছে কইব মনোদুঃখের
আমি কি তাই জানলে সাধন
আমি কি দোষ দিব কারে
আমি কি সন্ধানে যাই সেখানে
আমি কি হেরিলাম জলের ঘাটে
আমি কি হেরিলাম জলে গো
আমি কৃষ্ণ বলে কাঁদব সদাই
আমি কেন আইলাম
আমি কেমনে রাখিবো গো শ্যামের
আমি কোথায় পাব তারে
আমি কোন কুলে যাই
আমি চিরতরে কবে বিদায়
আমি চিরদিন যারে ভালোবাসি
আমি জানি না গাওয়াইয়া
আমি না থাকিলে খোদা তোমার
আমি তীর্থবাসী হব
আমি তোমার লাগিয়ারে
আমি থাকব সদাই আনন্দেতে
আমি না জানি পিরীতির এত
আমি না লইলাম আল্লাজীর
আমি নামাজ পড়তাম কোন্ দিগে
আমি নারী ভাসিলাম
আমি বড় দুখে দুঃখী
আমি বন্ধের প্রেমাগুনের পোড়া
আমি বলি এই সভাতে
আমি বলি তোরে ও মন
আমি বহুরূপী
আমি বিনা কে বা তুমি
আমি বুঝেছিলাম মেয়ের অধিকার
আমি বুঝতে নারি, ভেবে মরি
আমি বেদ আমি বেদান্ত আমি
আমি বেল ফুল ফিরি করি,
আমি ভয় করি না আর
আমি ভাবি যারে
আমি ভেকধারী নই
আমি মনের মানুষ নাহি পাই
আমি মনের মানুষ পামু কই
আমি মরছি খুঁজে সেই দোকানের
আমি মজেছি মনে
আমি মরিবরে দরিয়ায় ঝম্প দিয়া
আমি মানুষ খুঁজি
আমি মানুষ হইয়া আবার আসিব
আমি যাইমুরে যাইমুরে আল্লার সঙ্গে
আমি যার কাছে যাই কেউ
আমি যাব না রথের মেলাতে
আমি যার জন্যে পাগল
আমি যারে ধরি সেই আমারে
আমি যে গহীন গাঙের নাইয়া
আমি রব না রব না
আমি রূপের পাগল হইলাম রে
আমি সাড়ে তিন হাত জায়গা কিনে
আমি সাধব কি সেই রাগের
আমি সুখের নাম শুনেছিলাম
আমি সোনা হয়ে মনের দোষে
আমি হৃদ্‌মাঝারে রাখব ছেড়ে দেব না
আমিই মূল নাগর রে
আয় কে যাবি ওপারে
আয় গো যাই নবীর দীনে
আয় জবা ফুল, আয় জবা
আয় দেখে যা নতুন ভাব
আয় মা উমা চুমি তোমার
আয় রে বাঙালী, আয় সেজে
আর আমাকে ছুঁসনে সজনী
আর আমার কেউ নেই মর্শীদ
আর আমারে মারিস নে মা
আর একনা কথা শুন্যা যাও ভোলা
আর একবার আসিয়া যাও মোরে
আর কি আসবে সেই কেলে

আর কি গৌর আসবে ফিরে
আর কি বসবো এমন সাধুর
আর কি হবে এমন জনম
আর কে যাইবি বড়শি বাইতে
আর কেন মন এ সংসারে
আর গেইলে কি আর আসিবেন
আর চাই নে জনম চাই নে মরণ
আর তো কালার সেভাব নাইকো
আর দয়ালকে আনিয়া দে রে
আর দুঃখে বাঁচি না মুর্শিদ
আরবী ভাষায় বলে আল্লা
আরে আমার মন যেন আজ
আরে আরে আরে রে রে
আরে ও কলসী কাঁখের নারী
আরে ও ভাইটাল গাঙের নাইয়্যা
আরে ও ভাটিয়াল গাঙের নাইয়া
আরে ও ভাবের দোতরা
আরে ও সুন্দইরা মাঝিরে
আরে ওরে চিকন কালা, আরে
আরে কুলাঙ্গার অসাধ্য ব্যাপার না
আরে গুণ গুণ গুণ গুণ
আগে গুপ্তিপাড়া ছাড়বি, মন, তবে
আরে ছন্‌ছন্‌ ছন্নাত
আরে তানা না তানা না
আরে মন না দিবি বিটি
আরে মন মাঝি তোর বৈঠা
আরে হোসেন কান্দে, কান্দে হোসেন
অল্প বয়স দেখি
আলেফ লাম মিম আহাদ নুরি
আলেফ লাম মিমেতে
আলেফেতে আল্লা, বে-এ বিছমিল্লা
আল্লা আল্লা বলে ডাকরে পাখি
আল্লা, আল্লা বলো বান্দা
আল্লা কি মসজিদ বানাইলেন দুনিয়ার
আল্লা বলো মন রে পাখি
আল্লা মেঘ দে পানি দে
আল্লা যব চলে রণেতে কাসেম
আল্লা সালাম ভগবান নাও গো
আল্লা হরি কি জাত ছিল
আল্লার নাম সার করে যে
আশা করি বান্ধিলাম বাসা, সে
আশাই প্রকৃতির জীবন
আষাঢ় শরাবন মাসে ভিজা আইড়ে
আষাঢ়-শেরাবন মাসে নওল মেঘ
আশ্চর্য্য এক মজার মানুষ
আসল কোঠায় তালা না লাগাইয়া
আসল নামটি কি হয় তোমার
আসাড়েঁ পানি নাঞ
আসমানেতে দেয়া ডাকে
আহারে সোনালী বন্ধু শুনিয়া যা

ই ঈ উ ঊ ঋ এ ঐ ও

top

ই বছরে বেজায়ঞ টান
ইঁদুর কলে বিড়াল পড়েছে
ইঁদুর মারা কল রয়েছে
ইন্দ্রিয় দমন কর আগে, মন
ইস্টিশানের রেলগাড়ীটা

ঈশ্বর সৃষ্টি করলেন নিজ মহিমাতে

উজান দেশের মাঝি রে ভাই-ধন
উঠ উঠ ভাবের বন্ধু, চেতন
উঠ উঠ উঠ টুসু
উঠিয়া বসিল নাগর নিদের আলসে
উত্তরে পাতিয়া মেঘ, দক্ষিণে গঙ্গরে
উড়বে কিরে মন ঘুড়ি
উদয় কাল কলি রে ভাই
উনুর ঝুনুর বাজে নাও আমার,
উপরোধে কাজ দেখ রে ভাই
উপায় কি সখি তোরা বলে
উলটো নদীর উলটো ধারে পড়ে

এ কূল আর ও কূল
এ গো সুন্দরী দিদি
এ গোকুলে শ্যামের প্রেমে
এ ঘরেতে তিনটি খুঁটি
এ দেশ জাত বাখানো সৈয়দ
এ দেশেতে এই সুখ হলো
এ দেহ ঘরখানা হয় তিনতলা
এ দেহেতে ছয়টা রিপু
এ ধন যৌবন চিরদিনের নয়
এ নাওয়ে নাইরল লইয়া যায়
এ পারে আমার বাড়ি, ওপারে
এপারে আমার বাড়ি ওপারে বন্ধুর

এ বড় আজব কুদরতি
এ বিরহজ্বালা মোর সহে না
এ ভবসংসারে ভেবেছিলাম সার
এ ভবসাগররে কেমনে
এ মানুষে সে মানুষ আছে
এ মায়া-সংসারে ঘিরেছে আমায়
এ মায়া প্রপঞ্চময়
এ শুভ উৎসবে সাজি, আয়
এ সংসারে এসে কেন টাকা
এ সংসারে সুখ আর কোথায়
এ হে মানভূমের রে দাদা
এই কথাটার জবাব দেবে কেবা?
এই দহে কেউ নেমো না
এই দিল দরিয়ার মাঝে রে ভাই
এই দেশেতে এই সুখ হল
এই ধড়ের বিচার কর রে
এইনা শাবন মাসে
এই ভারতের সন্তান মোরা
এই মানুষ কি কথায় ধরা
এই মানুষে সেই মানুষ আছে
এই যে দুনিয়া কিসের লাগিয়া
এই সংসারে বৃক্ষের ছায়ায় বসে
এই হরি নাম মহামন্ত্র
এই হরিনামের ফেরিওয়ালা
এক অজানা মানুষ ফিরছে দেশে
এক খিলি পান ছিল
এক গাছে ছয় ফুল কোন
একদিন না পারের ভাবনা ভাবলি
একদিন দেইখাছি যারে, তারে ভোলন
এক পাইরে ঘর তুইলাছেন সাঁই
এক ফুলে চার রঙ ধরেছে
এক বাপের দুই বেটা তাজা
একবার ফিরে চাও হে প্রাণেশ্বর
এক যে ছিল কানা বৈরাগী
এক রথের ধুয়া বান্‌দে, ঈদু
একই মায়ের সন্তান মোরা
একটা কথা শোনেক মোরে রে
একটা সোনার মানুষ এসেছে ভাই
একটুখানি হাসরে মন, একটু খানি
একবার আসিয়া কালাচাঁদ মোরে যাও
একবার জগন্নাথে দেখ যেয়ে
একবার দয়া করে এসো গৌর
একবার বিদায় দাও মা ঘুরে
একবার হরি বোল মন রসনা
একবার হারালে জনম আর পাবে
একে একে মিলিয়ে গেল
এখন আর ভাবিলে কি হবে কৃতকর্মের
এখন ভাবিলে আর কি হবে
এখনো সেই বৃন্দাবনে বাঁশি বাজে
এত ভাল বাস থেকে আড়ালে
এনে কোন ফুলের সৌরভ জগতকে
এনেছে এক নবীন আইন
এপার হতে ভাসতে ভাসতে যাবি
এবার এ জ্বরে আমার ভরসা
এবার কি সাধনে শমন-জ্বালা যায়
এবার কে তোর মালেক চিনলি
এবার বাজী ভোর হলো।
এমন উল্টা দেশ বা গুরু
এমন একটা কেস
এমন দিন কবে হবে পাব
এমন দিন কি হবে আর
এমন প্রেমের নদীতে সই গো
এমন মানব দুর্লভ জনম পেয়ে
এমন মানুষ পেলাম না রে
এমন সমাজ গো সৃজন হবে
এমন সুন্দর যৌবন ক্যান প্যারী
এমন সোনার স্বর্গকে তোমরা কাঁচের
এমন সৌভাগ্য আমার কবে হবে
এমন লগন পাবো কবে
এরা নির্দষীকে দোষী
এলো প্রেমরসের কাঁসারি
এল রে চৈতন্যের গাড়ি সোনার
এলা দিনের বাগতিক ভালো নোয়ায়
এলাহি আলামিন গো আল্লাহ বাদশা
এলোরে ত্রিনাথ ঠাকুর জগতে
এস দয়াল আমার
এসে এক রসিক পাগল বাধালে
এসে গৌর লীলার বাজারে
এসে ভবের হাটে ঘোর সংকটে
এসে মদিনায় তরিক কে জানাল
এসো ঘরে নয়ন তারা হারানিধি
এসো মা আনন্দময়ী নিরানন্দ দিয়ে
এসেছে ভারতের নব জাগরণ
এসেছো বসেছো ভবে তাস খেলিতে

এসো হে অপারের কাণ্ডারী
এসো হে দয়াল কাণ্ডারী

ঐ গোরা কি শুধুই গোরা
ঐ দেখগো মেনকারাণী
ঐ দেখা যায় বাড়ি আমার
ঐনা রূপে নয়ন দিয়ে আমার
ঐ মনের মানুষ আছে
ঐ যাদু ভরা কাল চোখে

ও আমার একলা যেতে ভয় করে
ও আমার জাত গেল রে
ও আমার দয়ালরে আমার বান্ধবরে
ও আমার দরদী, আগে জানলে
ও আমার মন ভুলানো প্রাণ কাঁদানো
ও ওরে বাবার দেশের ওরে কুরুয়া
ও কন্যা হস্তে কদমের ফুল
ও কাঁচা হাঁড়িতে গো হাঁড়িতে
ও কালা কার আশায়
ওকি একবার আসিয়া সোনার চাঁদ
ও কি ও বন্ধু কাজল ভোমরা
ও কি কানাইরে কেমন করিয়া হব
ওকি গাড়িয়াল মুই চলং
ওকি ঘাটের নাইয়া
ওকি দাদা রে
ওকি দৈয়ল রে, আর কতকাল
ও কি নাগর কানাই তুই মোরে
ওকি তুই মোরে নিদারুণ
ও কি পতিধন, প্রাণ বাঁচেনা
ওকি বাপ রে মাও
ওকি হায় রে নৃত্য করে
ওকে গাড়িয়াল ভাই, উজান উজান
ও কেউ দেখবি যদি সহজ
ও কোকিল তোর সুরে
ও গুণী কও না শুনি,
ও গুণের নাইয়ারে
ও গো নবীর আইন গম্য
ও গো প্রাণ সই এবার সাধনের
ও গো মা ডাকাত পড়লো
ওগো সুখের ধান ভানা
ওগো স্রষ্টা জাতিভ্রষ্টা তুমি হইলা
ও জীবন রে ছাড়িয়া

ও জীবের ধান্দা কেন যায়
ও ঢেউ খেলে রে ঝিলমিল
ও তার বাইরে আলো ভিতরে
ও তিন পয়সাতে হয় যার
ও তুই পার করিয়া দে
ও তুই মন্দিরেতে করিস পূজা
ও তুমি দেল হুজুর না
ও দারুণ নির্দয়ের সাথে রে
ও দিদি জান কিগো জান
ও দুখ সহন যায় না
ও দেহের আয়নাতে লাগায়ে পারা
ও দ্যাওয়া বাও তোলাও রে
ও ধনি, তুই প্রাণের সজনী
ও নদীরে তোর কোন কি
ও নদীরে ভেসে চলে
ও নদীরে মোর তিস্তা রে
ও নাগর কানাই রে
ও নাগর কানাইয়ারে আজি দরিয়াতে
ও নাগর যাও কোন দেশে
ও নাতিন লো, তোর
ও পতিধন আইস আইস
ও পদ্মা নদীরে —
ও পংখি উইড়্যা যা রে
ও পিয়াল বনের পাখী
ও প্রাণ সাধুরে সাধু অল্প
ও প্রিয় হে কলঙ্কিনী রাধা
ও বা হাদে আল্লাজী
ও বাঐ রে, ওরে ঝাঁকে
ও ভাই, এস প্রেমের গাঁজা
ও ভাইরে ওরে রাম রহিমোক্
ও ভাই, সাধের মানব তাঁতের
ও ভোলা মন, ত্যজিয়ে আসল সে
ও মন আপনায় চিনলে পাবে
ও মন অসনা
ও মন এমন চাষা বুদ্ধিনাশা
ও মন কান্দ অকারণ
ও মন গুরু ভজ রে
ও মন, বল রে সদা লায়লাহা
♠ও মন কর সাধনা মায়ায়
ও মন যাইবায় রে ছাড়িয়া
ও মন যে যা বোঝে
ও মা কালী, কালী গো, এতনা

ও মা কালী, কালী গো, এতনি
ও মা কেমন করে পরের ঘরে
ও মা, তরাও তারা এ
ও মা যশদা গো
ও মা যশোদে তাই আর
ওমা যশোদে কৃষ্ণধনকে দে মা
ও মুঁই বুঝনুং বুঝনুং বৈদেশী
ও মোর কানাইরে কেমন কইরা পাউরি
ও মোর কালারে কালা ওপারে ছকিলাম
ও মোর চ্যাংরা বন্ধুরে
ও মোর দান্তাল হাতির মাহুত
ও মোর বানিয়া বন্ধু রে
ও শিব নাচে রে নবীন
ও সুখের ময়না রে
ওগো উন্মাদিনী
ওগো সুখের ধান ভানা
ও যৌবন ঘুমেরই স্বপন
ও রাই শ্রীমতী, প্রেম তাঁত
ওয়াণ্ডারফুল এই দেহ গাড়ি ক্ষুদে
ও রে অনুমানে ভাবলে মানুষ
ওরে আলোকের মানুষ আলোকে রয়
ওরে আমার দরদী জলদি করিয়া
ওরে আমার মন কি দেখে
ওরে আমার মন গোয়াল
ওরে আমার পাগ্‌লা মাঝি
ওরে আমি ঘুমায়ে ছিলাম ছিলাম
ওরে কাজলে আর করবে কত
ওরে কোন দ্যাশে যান
ওরে খ্যাপা সহজে কি ধন
ওরে জীবন ছাড়িয়া যাইস মোরে
ওরে ঢালুয়া খোপা মটুক চুল
ও তোর টাকা খাইয়্যা মুখত্
ওরে দাঁড়াও কালা মোর ঐ
ওরে নদীর পারের কুরুয়া রে মোর
ওরে নিমের দোতরা তুই মোর
ওরে পতিধন
ওরে ও পরানের মাঝি আমার
ওরে ও ভ্রমরা নিশীথে যাইও
ওরে ও মোর চাঁদ ওরে সোনা
ওরে ও রঙ্গিলা নায়ের মাঝি
ওরে ও সুন্দইর‍্যা নাওয়ের মাঝি
ওরে গঙ্গা নদী
ওরে ডুবছে নাও ডুবাইয়া
ওরে পদ্মা ওরে মেঘনা বল
ওরে বগিলা রে
ওরে বন্ধুরে মনের কথা কইবার
ওরে বৃন্দাবন হতে বড় শ্রীপাট
ওরে ভুল, ওরে ভুল, ওরে ভুল
ওরে মন জানব তুমি কেমন
ওরে মন জেলে
ওরে মন ভাবের ঘরে চুরি
ওরে মনমাঝি তোর বৈঠা
ও রে মনে নাই বিবেচনা রে
ওরে, মানব-দেহ কলকাতা কেতা
ওরে মানুষ দেখবি যদি ভগবান
ও রে যেরূপে সাঁই নবীর
ও রে সুজন নাইয়া
ওরে হাড় মোর জ্বলিয়া গেল
ওলো আমার রসের বাইদানী
ওলো তোরা টুসু লিহে
ওলো প্রাণ সজনী লো
ওলো মালিনী লো সই
ও শ্যাম চিকন কালা ধুইলে কি
ও সে প্রেম করা কি
ও যার আছে গুরু-বল
ও হা রে ডুবলো বেলা
ওহে ভারতবাসী, দেখ দেখ আসি
ওহে শ্রীহরি, প্রেমমদ করেছে কিশোরী

ক খ

top

কও দরবেশ এই কথার মানে
কও শুনি হে গুরুধন
কই রইলো সুজন মেস্থুরি
কতটুকু লেখা যায় চিঠিতে,
♠কতদিন আর রইবি রঙ্গে
কথা কয় পাগলা ঘোড়া রে
কথা কয়রে দেখা দেয়না
কপাট মার কামের ঘরে
কবে যাবে বল গিরিরাজ
কবে সাধুর চরণ ধুলি
কবে হবে বিয়ে
কর মন শ্রীগুরুর চরণ ভরসা
♠কর গে পেয়ালা কবুল শুদ্ধ

কর্তাভজা করতে যাই চলো সকালে
কর্ম্ম করিলে ঠন্‌ঠনাঠন্‌ ধর্ম্ম করিলে
করমের যুগ এসেছে, সবাই
করবি যদি হরি সাধন দিনে
করবে যদি সাধুসঙ্গ ভজ গুরুর
কলঙ্কিনী রাধা
কলিকালের একি মহিমা
কলির কি এই বিবেচনা,
কলে হাসে কলে মাতে, কলে
কলের গাড়ী তাড়াতাড়ি
কল্পতরু রে, তোমরা নি দেইখাছ
কলসী ভাসাইয়া নিল গো হীরা
কাইট্‌হ্য না ভাই গাছ-পাল্‌হা কাইটহ্য
কাইন্দা কাইন্দা রাত পোহাইলাম
কাইন্দা কি আর পাব তারে
কাউয়া কালা কুঁইলা কালা
কাঁচা প্রেম চিরদিন থাকে
কাজ করে যে সেই সে
কাজ কি আমার এ ছার
কাজ নেই পীরের দরগায় শিরনি
কাঠের মালায় কাজ হবে না
কান ঝুম ঝুম কানেক্‌ পাসাঞ
কানা শাকে বলে রে ভাই
কানাই, একবার এই ব্রজের দশা
কানাই খেউড় খেলাও কেনে
কানাই পার করে দে
কাননে ফুটিল জবা, পাবে বলে
কামরাঙা টকমিঠে মাছরাঙা
কামরূপের ঘাটে যেও না রে
কামিনী বৃন্দাবনে মোহ লোভে করে
কামী জীব দেখলে যায় চেনা
কামের মধ্যে প্রেমের মর্ম, বুঝে
কায়া আছে ছায়া নাইকো যার
কায়া আছে ছায়া নাই হাড্ডি আছে
কায়াধারী হয়ে গেল তার ছায়া
কায়ার মায়া, তাই তো দরদ,
কার কম্বু নিনাদে যেন অমৃত
কার কুঞ্জে কাটাইলা নিশি ওগো
কার চোখে ধুলা দিবি বল
কার বাড়ি কর গো বসত
কার ভাবে এ ভাব
কার ভাবে এ ভাব হারে
কার ভাবে নদেয় এসে কাঙাল
কার লাইগ্যা বান্ধো
কার ভাবে শ্যাম নদেয় এলো
কারে আজ সুধাই সে কথা
কারে তুই দেখে রে সং
কারে তুমি বুজাও রে বন্ধু
কারে দিব দোষ, নাহি পরের
কারো কই ভালো লাগে
কাল চলে না অকালে
কালার কথা কেন বল আমায়
কালারে কইরো গো মানা
কালিজা ছেদিল গো আমার শ্যাম-পিরীতের
কালীঘাটের কালা, গো মা, কৈলাসের
কালো মেয়ের পায়ের তলায় দেখে
কাশী কি মক্কায় যাবি যে
কাসেতে করতাল বাজে, ধলা ঘোড়া
কাঁসাইএঁ ভাঁসাইকে কঁচি কদম ফুল
কি আজব কারিগর
কি আনন্দ ঘোষপাড়াতে
কি আর দেখিস কানা
কি আশায় ফকির হলি রে
কি এক অচিন পাখি
কি কর বসন্তের মাগো নিশ্চিন্তে
কি করি কোন পথে যাই
কি করি ভেবে মরি মন-মাঝি
কি কালাম পাঠাইলেন আমায়
কি চমৎকার ফল গো গুরু
কি ছার মনে মজে কৃষ্ণধনকে
কি ছার রাজত্ব করি
কি জেনে তুই হলি রে
কি বলিস গো তোরা আজ
কি শোভা করেছে সাঁই রংমহলে
কি সাধনে আমি পাই গো
কি সাধলে পাই তারে
ও কি হায়, পরাণের মাধব
কিরূপ সাধনের বলে অধর ধরা
কিসে আর বোঝাই মন
কিসের বড়াই কর রে কিসের
কী বাঁশে বাঁধিব ঘর
কুকিলার কুহু কুহুরে,
কুরুয়া হায় হায়
কুল নাশি তুই মাশুল কই

কুলের বউ ছিলাম, রাঁড়ি
কৃষ্ণ তোমার হলাম বলে
কৃষ্ণ পদ্মেরি কথা কর রে
কৃষ্ণ পক্ষ কালো পক্ষ
কৃষ্ণ প্রেম করব বলে ঘুরে
কৃষ্ণ প্রেম খাসা চালে ভক্তি
কৃষ্ণ প্রেম সুধাসিন্ধু
কে এমন ঘর বেধেছে জানে
কে কথা কয় রে দেখা
কে গড়েছে এমন ঘর, ধন্য
কে গো তুমি সুন্দর আকাশেরই
কে জানবে তারে
কে জানে ভাই কোথায় আছে
কে জানে মা কালী কেমন
কে জানে সে কোথায়
কে তাহারে চিনিতে পারে ভাই
কে তোমারে এ বেশ-ভূষণে
কে তুলরে পুষ্প তুমি রাজবাড়ির
কে দেখেছে গৌরাঙ্গ চাঁদে রে
কে ধরেছে অধর ধরার কল
কে বলে মানুষ মরে
কে বুঝিতে পারে
কে বোঝে তোমার অপার লীলে
কে বোঝে সাঁইর লীলা খেলা
কে বোঝে সেই কৃষ্ণের অপার
কে মুরিদ হয়, কে মুরিদ
কে যাস রে রঙিলা মাঝি
কে রসরঙ্গিনী সহিত সঙ্গিনী
কে সে মানুষ আমি
কেউ রাতকানা, কেউ দিনকানা, কেউ
কেরে গাঙের ক্ষ্যাপা হাবুর হুবুর
কেন আইলাম না রে, রাধার
কেন কাশী বাসের সাধ হলো
কেন খুঁজিস মনের মানুষ
কেন চাঁদের জন্য চাঁদ কাঁদে
কেন ঝাঁপ দিলিরে মন
কেন ডুবলি নে মন
কেন মন মর ভুগে, ভয়
কেন মর চির দুঃখে
কেন মিছাই দ্বন্দ্ব কর গোঁসাইজী।
কেন রে মন-মাঝি ভাব-নদীতে মাছ
কেনে কাছের মানুষ ডাকছ সোর
কেবল বুলি ধরছো মারফতি
কেমন কইরে পাব আল্লা
কেমন করে সব নদীর জল
কেমন ন্যায় বিচারক খোদা
কেমনে খুলিয়া সে ধন
কেহই করে বেচা কিনা, কেহই
কোথা কানাই গেলি রে
কোথা গেলি রে কানাই
কোথায় ছিলাম কোথায় এলাম দুদিন
কোথা রৈলে হে দয়াল কাণ্ডারী
কোথায় আছে রে সেই দীন
কোথায় যাবে কোথায় যাবে
কোথায় রইলে প্রাণ বন্ধু, দেখা
কোথায় রহিলা বন্ধু দেখা দাও
কোথায় সে জন জানে কোন
কোথায় হে দয়াল কাণ্ডারী
কোন অজানায় দিবি রে ফাঁকি
কোন কুলে যাবি মনরায়
কোনখানে যাও বইয়া রে নদী,
কোন দিন চাঁদের অমাবস্যে
কোন্ দেশে যাবি মন চল
কোন পথে কার সাথে ভবে
কোন্ পরবে ভাইরে আনলে লেগলে
কোন বনে বাজায় গো বাঁশী
কোন বনে ডাকিল কোকিল রে
কোন্ বনে যাও কাজল ভোমরা
কোন বা দেশে যাবরে
কোন বা দেশে রইলারে নইদ্যার চান
কোন বিন্দুতে মদন অচেতন
কোন রসে রতির খেলা
কোন রাগে সে মানুষ আছে
কোন সাধনে তারে পাই
কোন সুখে সাঁই
কোন সুরে বাজাও বাঁশী কোন
কোন্ স্বভাবে হইল নারী
কোনখানে চন্দ্রের বসতি
কোড়া শিকারী মোর বিনোদ রে
কি আনন্দ হয় গো
কি করে চাষ করব আমি
কি করে পার হবি ত্রিবিনায়
কি চমৎকার ফল রে মন
কি ভাব নিমাই তোর অন্তরে

কি শোভা দ্বিদল পরে
কিষ্টো কালার কী রূপ দেইখ্যেঁ
কিছু হয় নাই আর হবে
কিছু হবে না রে সময়
কিবা রূপের ঝলক দিচ্ছে দ্বিদলে
কিসের মোর রাধন কিসের মোর
কুন গাঙ্গে আইল পানি মন
কুন মেস্তরী নাও বানাইল
কুলের বউ হয়ে রে মন
ক্ষিতি অপ তেজ মরুৎ আকাশে
ক্ষেপা তুই না জেনে
ক্ষম অপরাধ ওহে দীননাথ
ক্ষ্যাপারে দেহ জানলে তবে
ক্ষ্যাপা প্রেম নদীতে স্নান করিতে
কংসাবতী মকর মেলাতে

খাকি আদমের ভেদ পশু কি
খাকে গঠিল পিঞ্জরে
খাঁচার ভিতর অচিন পাখি
খাঁচার ভিতর কাকের ছানা খাওয়াইতেছি
খাট পালঙ্কে শুইয়া রে
খাবার ভেজাল, ওষুধে ভেজাল
খালভরা হামকে সাঁতাচ্ছে
খালি ভাঁড় থাকবে রে পড়ে
খুঁজে কি আর পাবি সে
খুঁজে ধন পাই কি মতে
খুলবে কেন সে ধন
খুলি নেও গলার হার
খুললে কেন সে ধন গ্রাহক
খেজুর গাছে হাঁড়ি বাঁধো মন
খেয়ে গাঁজা প্রানটি তাজা কর
খেয়েছি বেজাতে কচু না বুঝে
খেলছে মানুষ ক্ষীরে নীরে
খেলতেছে মনের মানুষ নীরে-ক্ষীরে
খোঁজো সপ্ত স্বর্গ সপ্ত পাতাল
খোদার কাছে আছি আমি বড়
খোদার ফজলে দেখছ দুনিয়া, খোদার
খোদে খোদ আল্লা রাধা দোস্ত

গ ঘ ঙ top

গড়িয়ে নলিন পিরীতি
গহীন গাঙ্গে ধরো নায়ের হাইল,
গা তোল গা তোল গিরি
গাছে ভাঁড় বেঁধে দে না
গাজী গাজী বল ভাই বদর
গান করিলে যদি অপরাধ হয়
গানুয়ারে বিধির বিপাকে পড়ি
গাঙ্গার চিরল চিরল পাত
গাঁটকাটা ছয় বেটা বড় বয়েটে।
গাড়ি বয়য়া যান্ গাড়িয়াল্ ও
গিন্নী আমায় দাওনা চা করে
গিন্নী যে রন না ঘরে
গিরি এবার আমার উমা এলে
গুড্ডি উড়াইল মোরে মৌলার হাতে
গুড়ের মতন যে দেখছি গুরুধন
গুরু, আমায় উপায় বল না
গুরু আমায় নিয়ে চল
গুরু কি উপায় বল না
গুরু কৃপা করে বল আমায়
গুরু, কোন্ রূপে কর দয়া
গুরু জাত উদ্ধারো
গুরু তোমার চরণ পাব বইল্যা
গুরু তোরে কি ধন দিল (১)
গুরু তোরে কি ধন দিল(২)
গুরু দয়া কর মোরে গো
গুরু দয়াল গুরু তুমি
গুরু দেও দেখা দীন-হীনে
গুরু দেখায় গৌর তাই দেখি
গুরু দোহাই তোমার মনকে
গুরু না জানালে কোনো কালে
গুরু না ভজিলাম সন্ধ্যা সকালে
গুরু পদে নিষ্ঠা মন যার
গুরুপদে নিষ্ঠারতি
গুরু পদে প্রেম ভক্তি হইল না
গুরু বল, নৌকা খোল
গুরু বলে কারে প্রণাম
গুরু বলে ধর পাড়ি, মন
গুরু-বীজে অঙ্কুর হবে কি আর
গুরু বিনে কি ধন আছে
গুরু বিনে বন্ধু নাই রে
গুরু রূপের পুলক ঝলক দিচ্ছে
গুরু-শিষ্য এক আত্মা
গুরু সত্য মিথ্যা কথা নয়
গুরু সুভাব দাও আমার মনে

গুরু হে, চেয়ে দেখতে পাই
গুরুজী তাই জানে রে
গুরু-তত্ব চরম পদার্থ চিনলি না
গুরুবস্তু চিনে লেনা
গুরু-মহাজনের চেক
গুরুর করণ সাধন — দিবানিশি
গুরুর চরম বিষম যাজন গো
গুরুর দয়া যারে হয় সেই
গুরুর নাম লইয়া তুই বস
গুরুর পদে প্রেম ভক্তি হল
গুরুর ভাব নিয়ে বইসে থাক
গুরুর ভাব রাখা হইল রে
গেল আসি বলে
গোড়ো গাঙ্গেতে ক্ষেপা
গোপাল গোষ্ঠে যাবে না বলাই
গোপালকে আজ মারলি গো মা
গোপালরে তুই কোথায় প্রাণ
গোপী বাহির হইয়া চায়
গোল করো না ও নাগরী
গোল ছেড়ে মাল লও বেছে
গোলমালে পিরিত করে গোলমেলে লোকে
গোলেমালে পিরিত কোরো না
গোষ্ঠে গোপাল আর যাবে না
গোষ্ঠেতে চল হরি মুরারী
গোঁসাই আমার দিন কি যাবে
গোঁসাই এমন দরদী আমার কে
গোঁসাইর চরণ বিনে
গোঁসাইর ভাব যেহি ধারা
গৌর আজ্ঞায় বিচারিলে পাইবায় তার
গৌর প্রেম আথায় আমি ঝাঁপ
গৌর প্রেম করবি যদি ও
ও গৌর প্রেম রাখিতে সামান্যে
গৌর প্রেমের ঢেউ লেগেছে
গৌর রূপ দেখিয়া হইয়াছি পাগল

ঘরে কি আর হয় না
ঘরে বসেই তাঁরে পাওয়া যায়
ঘরে বাস করে সে
ঘরের মধ্যে ঘর বেঁধেছে অতি
ঘরের মাঝে অনেক আছে
ঘরের মানুষ আছে ঘরে
ঘাটে নাও লাগাইয়া, রে তুমি,
ঘাটে পথে প্রেম কোরো না
ঘাটে লাগাইয়া ডিঙ্গা পান খাইয়া
ঘাটে লাগাও রে নাউ
ঘুচিবে সকল যাতনা ওরে মন
ঘুমাইও না আর বেহুলা জাইগা
ঘুমাস না আর বেহুলা জেগে
ঘুড়ি হয়ে উড়ছি সদাই, নীল

চ ছ জ ঝ top

চঞ্চল মন আমার শোনে না কথা
চমৎকার গৌর প্রেমের সরভাজা
চম্পকের হার পরাইলি কেনে,
চম্পাবতীর দেশে রে ভাই
চরণ দিতে হে মনে ভয়
চরণ পাই যেন অন্তিম কালে
চর্য্যে গেল দেহ-জমিটা
চল্ গুরু চল্ দুজন যাই পারে
চল্ টুসু চল্ খেলতে যাব
চল দেখি মন, কোন
চল বঁধু বাজার যাব
চল মিনি আসাম যাব
চল যাই আনন্দের বাজারে
চল যাই শিকারে মানুষ চল
চল্ রে চল্ রে চল্
চল্ রে মন মাইজ ভাণ্ডারে
চল সজনী দেখে আসি সীতা
চলছে আজব কলে
চলতেছে আজব ঘড়ি, দিবা রাতি
চাই না আমি মুক্তি পেতে
চাইর চীজে পিঞ্জিরা বানাই
চাচা কইও মোর জরুর কাছে
চাঁদ আছে চাঁদে ঘেরা
চাঁদ ধরা ফাঁদ জান না
চাঁদ বলে চাঁদ কাঁদে কেনে
চাঁদবদনী তুইলো আমার জীবন মরণ
চাঁদে চাঁদে চন্দ্রগ্রহণ হয়
চাঁদের গায়ে চাঁদ লেগেছে
চার চিজে পিঞ্জিরা বাঁধি
চারিটি চন্দ্র ভাবের ভুবনে
চাষার করম হাল রে ভাই
চাষীর মত দরদি আর কই
চিকণ গোয়ালিনী রসের বিনোদিনী
চিড়া কুটি, চিড়া কুটি বৌল

চিত্তে ধৈর্য ধর, রাধে, প্রেম
চিন নি মন তারে
চিনি হওয়া মজা কি খাওয়া
চিনিস্ না, সই, তোরা
চিন্তা রোগের ঔষধ কিছু
চিন্তারাম দারোগাবাবু আমায় করলে জ্বালাতন
চিরদিন কাঁচা বাঁশের
চিরদিন দুখের অনলে প্রান জ্বলেছে
চেতন থাকতে লও চিনে
চেনে না যশোদা রাণী
চেয়ে দেখ না রে মন
চৈত বৈশাখ মাসে নানা গাছের
চৈখের মনি কাজল ভোমরা ও
চৈড়ে মনোহারী ভবের গাড়ী আয়
চোখ ঠার শ্যাম ক্যান অবলায়
চোখ বুজে দেখি আমি নাই
চোখেরই দেখা তার কাজল রেখা
চোর কে চোর কইলেই চটে
চোর ঢুকেছে ঘরে
চোর পড়েছে বাবুর বাগানে
চ্যাং মাছে বলে মাঝি ভাই
চ্যাংড়া রে বাপুই চ্যাংড়া রে

ছন্দের আনন্দবাজার ভক্তের সমাগম
ছাতা টাঁড়ের মেলার দিনে, বঁধু
ছাড় রে ভবের খেলা, পশ্চিমে
ছাড়িলাম হাসনের নাও
ছি ছি লজ্জা লাগিয়ো না
ছোটখাট মানুষ আমি ছোটখাট
ছেট্ট ছোট্ট বাতাসে ছোট্ট ছোট্ট
ছোড ছোড ঢেউ তুলি পানিত্

জগৎপ্রসবিনী যে জননী সেই মহামায়া
জগৎ শক্তিতে ভুলালে সাঁই
জনম দুখী কপাল পোড়া গুরু
জন্মিলে মরণ লেখা যায় সাধের
জবা ফুল ফুটলো রে বিশ্ব-বাগিচায়
জল ভর রে সুন্দর কইনা
জলকে এসে আমার কাল হল্য
জলে কিবা অনলে, ভাই, তুই
জলে ডুবি ডুবি মন করি
জলে ঢেউ দিও না গো
জলের ঘাটে কদম তলে
জলের ঘাটে বাঁশী বাজে
জলে স্থলে ফুল-বাগিচা ভাই
জয় বাবা ভোলে বাবা ওগো
জয় জয় বিষহরি
জয় জয় জয়দেব, জয় জয়
জাইত বেজাতি যে বাছে
জাউলার মাথায় জালের বোঝা গো,
জাগ, জাগ, চেংরা গো বন্ধু,
জাগো গো জাগো গো জননী,
জাগো জাগো যোগেশ্বরী দুর্গে দুর্গতিনাশিনী
জাগরে ভাই, সবে স্মরিয়া কেশবে
জাত গেল জাত গেল বলে
জাতাজাতির সৃষ্টি করে ভারতকে শ্মশানে
জাতির উৎপত্তি কোথায়?
জাতির গৌরব কোথায় রবে
জাতির নামে বজ্জাতি সব জাতি
জাতের ঠাকুর বিরাজ করে
জান গে যা গুরুর কাছে
জান গে মানুষের করণ কিসে
জান তরে মৈষে মারবো।
জানতে হয় আদম ছফির আদ্য
জানতে হয় নবিজির বেনা
জানা চাই অমাবস্যে-চাঁদ থাকে
জানাবো হে এই পাপী হইতে
জানি মন প্রেমের প্রেমী কাজে
জানো না রে মন
জামাই, ঝুনুকা বানেয়া দে
জালাল তুমি ভাবের দেশে চল
জীব মলে জীব যায় কোন
জীবন থাকতে মরতে হয়
জীবন নদীর ঘূর্ণিপাকে
জীবনটা যে পুতুল নাচের
জীবনের প্রতিটি পাতায় লিখা যায়
জীর্ণ তরীর ভাবনা গেলো না
জেতের বড়াই কি
জোয়ার গেল পড়লাম ভাটায়
জেনে শুনে সাধুর লেবাছ গায়ে
জ্যান্ত কালী ঘরের মাঝে দেখলি
জ্যান্তে মরা প্রেম সাধন কি
জ্বালাইল কে পিরিতের

ঝকমারি করেছি আমি প্রেম করে
ঝলমল দুনিয়া টলমল জীবন
ঝাঁপ দিয়ে রূপের সাগরে
ঝিঙ্গা ফুলি সাঁঝেতে
ঝুমকো-লতা, শোন মোর কথা

ট ঠ ড ঢ ণ top

টাঙ্গিয়া ঝলকায় লাগর যাছন্
টাকা রে তোর, বেজায় বড়
টুসু সিনাচ্ছেন গা দোলচ্ছেন
টুসুর বাপ্‌কে পাঠাব লিতে
টেনে চল উজান গূণ
ট্যাংরা তবু কাটন যায়

ঠাওর নাই মোর মন-কাণ্ডারী
ঠিক-মুছুল্লি কে সংসারে
ঠিক রাখবি যদি সাধের ঘর

ডর ডং ডং টর ডং ডং
ডাকলে যারে দেয় না সাড়া
ডাক রে মন হকনাম আল্লা
ডাকে করুণ স্বরে, পাখীর হল
ডুব্ ডুব্ ডুব্ রূপ সাগরে
ডুব ডুব রে বাউলের মন
ডুব দিও না, পার পাবে
ডুব দে রে মন কালী
ডুব মারি ভাই, ডুব মারি
ডুবে দেখ দেখি মন কিরূপ
ডুবলো রে তরঙ্গে জাহাজ

ঢাকা খুলে দ্যাখ রে খ্যাপা
ঢাকা শহর ঢাকা যতক্ষন
ঢোল বাজে কাড়া বাজে

ত থ top

তখন গোপাল কেঁদে কয়
তখন বলরাম ভনে, গোপাল দে
তনের লীলা দেখ খুলিয়া তালা
তবে কেন পরের জন্য প্রাণ
তরী বাইও সুজন নাইয়া
তরীকতে দাখিল হলে
তরিকাতে দাখিল না হলে
তরীকের মজিলে বসে
তাই গুরুকল্পতরুতলায় বসে
তাই আবার যেন তোমার দেখা
তাই আমি মনের কথা কইতে
তাই বলি, রে, মাকে ডাক
তাক্ কুর কুর ঢোলক বাজে
তা কি পারবি তোরা
তারে আপন ঘরে পাবি
তারে কি আর ভুলতে পারি
তারে কেউ চিনে, কেউ চিনে
তারে খুঁজলে মিলতে পারে
তারে চিনবে কে এই মানুষে
তারে চিনলি নারে মনা
তারে তারে গো সই খোজ
তারে দেখতে যদি পাই
তারে ধরবি কেমন করে
তারে ভুলাইয়া রেখেছে
তারে যে দেখেছে সেই মজেছে
তিনদিন তোর বাড়িতে গেলাম
তিস্তার পারের কন্যা তুমি হে
তিস্তানদীর পারে পারে
তুই আমার চান্দের কণা
তুই আমারে পাগল করলিরে
তুই ক্যানে গৌর হলি রে কানাই
তুই তারে ধরবি কেমন করে
তুই মোর নিদয়ার কালিয়া রে
তুমি অঙ্ক করিলে ভুল
তুমি আনন্দময় গো গুরু আনন্দময়
তুমি আপনি নৌকা, আপনি নদী
তুমি আমি লেখি পড়ি এক্কই
তুমি আমার অপরাধ ভাঙিল তুমার
তুমি আমারে ফেল না মুরশিদ
তুমি আসল তাল কানা বন্ধু
তুমি এ জগতের গুরু
তুমি কার আজ কেবা
তুমি কি এমনি করে ভাববে
তুমি কে আর আমি বা
তুমি ঘুমালে যিনি জেগে
তুমি মাছের ঢঙ জানো না
তুমি মাটির মানুষ হইয়া রে
তুমি মাপ মত পাপ করিও
তুমি যাবে অমি যাব থাকবে
তুমি সর্বগুণাধার পরম ঈশ্বর
তুহার জন্যে জরিমানা

তিন গর্ভে আছে এক ছেলে
তিন দিনের তিন মর্ম জেনে
তিনপুর ঘর অতীব সুন্দর
তেঁতুল পাতে তেঁতুল পাতে ননদী
তেরশ ষোলো সালে
তোমায় ডাকতে ডাকতে দেখতে দেখতে
তোমার নাম লইয়া ধরিলাম
তোমার নামে ভরসা করে সাঁই
তোমার পথ ঢ্যাক্যাছে
তোমার বদল দিয়া যাও বাঁশী
তোমার বাড়ি কৈ গো নারী
তোমার মত দয়াল বঁধু
তোমার মত বন্ধু তো আর
তোমরা যে জান খবর
তোমার রামের অধিবাসের রানী সময়
তোমার লীলা বুঝতে পারা দায়
তোমারই এ বিরাট বিশ্বে কত
তোমারই জীবনে ঠকে গেলে তুমি
তোমরা আর আমায় কালার কথা
তোমরা উঠে এসো জল থেকে
তোর অন্তরে দয়া মায়া নাই
তোর ছেলে যে গোপাল সে
তোর বৌটা যখন যায় রে
তোর মন যদি তুই না
তোরা আর কে যাবি ওপারে
তোরা কে কে যাবি লো
তোরা কে জামাই দেখবি, দেখবি
তোরা কে যাবি শিকারে
তোরা কেউ যাসনে
তোরা চল গো আমার সাথে
তোরা দোল দেখবি আয়
তোরা বল গো প্রতিবেশী
তোরাই কি রসিক মেয়ে
তোরে ছাড়িয়া রইতে পারিনা রে
তোর্সা নদী উথাল পাথাল
ত্রিজগতে হয় না মায়ের তুলনা
ত্রিতাপ জ্বালায় জ্বলে মরি

থাক স্বভাব ধরে নিরিৎ করে
থাক না মন একান্ত
থাকতে পার ঘাটাতে তুমি

দ ধ top

দম দমাইয়া হাঁটে নারী চউখ
দম লাগাও সেই দমের ঘরে
দমের মানুষ দমে চলে
দয়া ধরো মুই, অধমেরে, দয়াল
দয়ানি করিবায় মোরে রে ও
দয়াল অপরাধ মার্জনা কর হে
দয়াল গুরু গো, জ্ঞান অঞ্জন
দয়াল গুরু গো ভবে আর
দয়াল গরু ধন কোথায় গেলে
দয়াল গুরু বলে সাধন হবে
দয়াল তুমি ছাড়া পারঘাটাতে
দয়াল তোর ভেদভেদির
দয়াল দরদী, কাঙাল এলো তোমার
দয়াল নবীজী
দয়াল নিতাই কারো ফেলে যাবে
দরবারে হাজির হয়ে, হলপ নিয়ে,
দরবেশ তুমি আল্লাহ খোঁজ
দহের মাছ না পড় ভাই
দশটা ইঁদুর ছটা ছুঁছো ভাই
দাও পরিচয় ও মহাশয় এখানে
দাঁড়াইয়াছি নদীতীরে হইয়া অস্থির
দাঁড়া কানাই একবার দেখি
দাঁড়া রে তোরে একবার দেখি
দালান দিলি মহল দিলি
দাসের পানে একবার চাও হে
দিদি, হায় গো সতিন বাদী
দিন থাকতে দমের কর ঠিকানা
দিন ফুরাইলো হরি হরি বলো
দিনে দিনে হলো আমার দিন
দিনের ভাব যেদিন উদয় হবে
দিবা অবসানে, নিকুঞ্জ কাননে
দিবানিশি থেক সবরে বা-হুঁশিয়ারী
দিবানিশি পড়ে মনে শ্যাম বিনে
দিবালোকে ঘুমিও না মন
দিয়া মাটি পরিপাটি, আগুন, জল
দিল-দরিয়ায় ডুবলে সে চরের খবর
দিল-দরিয়ার মাঝে উঠেছে
দিলদরিয়ার মাঝে রে মন ডুবিয়া
দিলবরের মা কেন আইলে বাজারে
দীন দুনিয়ার মালিক খোদা
দীন মহম্মদের নূরে চৌদ্দ ভুবন

দীনের অধিন হয়ে চরণ সাধিতে
দিনের আলো নিভে এলো, ও
দুই দলে বিরাজ করে
দুই ভুবনের দুই বাসিন্দা চিরকাল
দুর্গা আমার বিপদ্ বিনাশিণী
দুষ্খু কইওরে—
দূতী গো আমার মন ভালো
দূর করে দে মনের ময়লা,
দেইখা আইলাম তারে
দেওয়ান কালাচাঁদ ও মোরে দাও
দেখ দেখি ভেবে কেবা
দেখ জহরা নয়ন খুলে, ভগবান
দেখ না এবার আপনারো ঘর
দেখ্ না কত আনন্দ দুলে
দেখ্ না মন ঝকমারি
দেখ না রে ভাবনগরে ভাবের
দেখরে আমার রসুল যার কাণ্ডারী
দেখবি যদি চিকণ-কালা শ্বাসের মালা
দেখবি যদি ছুটে আয়
দেখবি যদি সোনার
দেখলাম এক রমণী প্রেম পাগলিনী
দেখলাম বুঝে সকল মিছে এই
দেখে আইলাম সোনার মানুষ কোপনী
দেখে তোমার কাজগুলা
দেখেছি রূপসাগরে মনের মানুষ
দেখে যা রে মাইজ ভাণ্ডারে
দেবালয় ভরে গেল ধূপের গন্ধে
দেশ ছেড়ে যেতে হল
দেশ বিদেশের মানুষ গো যাও
দেশ ভরেছে বাবু বাউলে
দেশটা মাতালে রে দুই মাতালে
দেহ-অট্টালিকা অতি মনোরম
দেহ তরী দিলাম ছাড়ি
দেহতত্ত্ব জানবি যদি
দেহমন কলের গাড়ি, ব্যাপার কিবা
দেহমেদ যজ্ঞ যে জন করে
দেহে কাম থাকিতে
দেহে থাকতে চেতন হরি বলো
দোকান খোলো দেখি
দোকানী ভাই দোকান সারো না
দোহাই আল্লা মাথা খাও
দোহাই গুরু মনকে আমার
দোষ কারো নয় গো মা
দ্যাখ্ বুঝে দ্যাখ্ মিছা নাই
দ্যাওয়ায় কইরাছে ম্যাঘ ম্যাঘালি, তোলাইল
দ্বিদলে হয় বারামখানা

ধড়ে কোথায় মক্কা মদীনে
ধন্য আমি বাঁশীতে তোর
ধন্য আশকীজনায়
ধন্য ধন্য বলি তারে
ধন্য মায়ের নিমাই ছেলে
ধন্য রে রূপসনাতন জগৎমাঝে
ধঁপা ধঁপা চাঁপা ফুল
ধম্‌সা বানাঞ দে, একটা মাদল
ধর গো ধর গৌরাঙ্গচাঁদে রে
ধর ধর দিস না ছাইড়া
ধরবি যদি অধর মানুষ
ধর্ম কি জাত বিচারে
ধরা যায় না অধরে
ধরো অধরচান্দেরে অধরে অধর দিয়ে
ধরো চোর হাওয়ার ঘরে
ধলেশ্বরী নদীরে উপথে যাও যদি
ধান্দাবাজির ধোকায় পড়ে আন্দাজে করলে
ধান্য গম আর কলাই তিলে
ধিক্ ধিক্ ধিক্ মৈষালরে ধিক্
ধীরে বোলাও গাড়িরে গাড়িয়াল্
ধূপ জ্বেলেছি মন্দিরে মোর
ধোকা পড়িল মনে

ন top

নজর একদিকে দিলে আর একদিকে
নতুন বউয়ের পিরিত ভারি
নদী নদী হাতড়ায়ে বেড়াও অবোধ
নদী পারে বিহা হইল
নদী ভরা ঢেউ বোঝে না তো
নদী যদি মদ হত
নদীয়াতে পড়লো ধরা
নদীর কূল নাই কিনারা নাই রে
নদের গোরা চৈতন্য যারে কয়
নবম বৃহন্দ, ভবন মাঝ, বেষ্টিত
নবমী নিশি গো তুমি
নবি চিনে করো ধ্যান
নবী না চিনে কি

নবী মোর পরশমণি
নবীর আইন পরশ-রতন
নবীর আইন বোঝা সাধ্য নাই
নমাজ আমার হইল না আদায়
নয়ন ভুলিয়া রইলো
নয়নের জলে চরণ ধোয়ালে
না খাই তোর গুয়ারে
না জানি কেমন রূপ
না জেনে করণ কারণ কথায়
না জেনে ঘরের খবর তাকাও
♠নানারূপ শুনে শুনে প্রেমে শুন্য
না বাজায়ো বন্ধু তোমার
না বুঝে করিলাম কাজ না
না বুঝে মজ না পিরিতে
না রহিবেন গাঁয়ে টুসু যাবেন
না হলে মন সরল কি
নাইয়া রে, চাপাও নৌকা
নাইয়া রে সুজন নাইয়া
নাউয়ের আগা হলপল হলপল করে
নাও ছাড়িয়া দে পাল উড়াইয়া
নাচো গো নাচো কালী
নানা জাতি ফুল ফুটেছে
নাম শুনি কালনাগিনী
নামাজ রোজা কলমা পড়বো না
নামেরি ভরসা কেবল শ্যামা গো
নারী জনম নিয়ে
নারী লয়ে সবাই তো ঘর
নারীর এত মান ভাল নয়
নারীর দুরন্ত মতি, আর মনোমত
নারীর যৈবন শিমুল ফুল
নিজ সুখ লাগি যে পিরিত
নিজগুণে কৃপা করে চরণ দাও
নিঠুর কালা বাঁকা শ্যাম
নিঠুর গরজী, তুই কি মানস-মুকুল
নিদাগেতে দাগ লাগাইলো
নিদ্রা নাহি আসে উঠে আর
নিমাই চান্দ সন্ন্যাসে যায়
নিমাই দাঁড়ারে নিমাই দেখি
নিমাই বিনে সোনার নইদা
নিরাকারে ভাসছে রে সে ফুল
নিরানন্দ করিসনে মা, শোনো গো
নিরিখ বান্ধো রে দুই নয়নে
নিশা লাগিল রে
নিশি প্রভাতকালে কুকিলা ডাকে
নিশির শোভা শশী, আর শশীর
নিশীথে যাইও ফুলবনে রে ভোমরা
নীচুর কাছে নীচু হতে(অ)
নুন আনতে পান্তা ফুরোয় তপ্ত
নোনা গাঙে নামালে কে

প ফ top

পঞ্চবটীর পাতায় পাতায় তোমারই নাম
পথ মাঝে নট সাজে সখি
পরের দোষটি ধরতে যেও না
পড়গে নামাজ জেনে শুনে
পড়লি বেশ বিপাকে
পড়িয়ে কোপনী ধ্বজা
পড়ে হতাশ পড়ে হতাশ হোস
পর পিরীতি এমনি ল্যাঠা
পর বিনে জগতে কে আপন
পরে নীল শাড়ি কাঁখেতে গাগরী
পরকীয়া স্বকীয়া দুই
পরজনমে হোয়ো রাধা
পর্থম যৌবনের কালে না হৈল্
পরথমে বন্দনা করি পুবের ভানুশ্বর
পরথমে বন্দনা করি প্রভু নিরঞ্জন
পরান বন্ধু রে ভালোবাইস্যা ও তোর
পরানটারে যদি বান্ধিতে
পরের জায়গা পরের জমি
পা দুব না আর প্রেমের
পাকে পাকে তার ছিড়ে যায়,
পাখি কখন উড়ে যায়
পাখী, তোমার পায়ে ধরি, মিনতি
পাখী মোর সেই কথাটি বল
পাখী যখন দেবে উড়াল
পাগল দেওয়ানের মন কি ধন
পাগল পাগল সবাই পাগল তবে
পাগল ভোলা আইলো রে
পাগল মন রে, মন কেন এত কথা
পাগল হইয়ে বন্ধু
পাগল হয়ে কেউ যেও না
পাগলা মন রে আমার কথা
পাগলিনী রাধা কাঁদে
পাগলের হাটে বাজারে
পাঠাইল মফস্বলে মাল কিনিতে

পাড়ে যাবি কে
পাতালভেদী নল বসিয়ে
পাত্র গুণে রস উপচায়
পাথর আর সীসে লোহা, দেখে
পান দিলাম সুপারী দিলাম রে
পানি কাউর দয়াল পাখী
পানি না নামাইয়া পরান
পানিয়া মরা মোক মারিলু রে
পাপ না থাকলে পুণ্যির কি
পাপ পুণ্যের কথা আমি কারে
পাপের কারখানা
পাপী অধম জীব তোমার
পাপীর ভাগ্যে এমন দিন কি
পাবে সামান্যে কি তার দেখা
পাড়ার লোক সব দেখতে আয়
পার কর চাঁদ গৌর আমায়
পার কর দয়াল আমায় কেশ
পার কর হে দয়াল চাঁদ
পার করিয়া দেওরে মাঝি
পারে কে যাবি তোরা আয়
পারে লয়ে যাও আমায়
পারো নিরহেতু সাধন করিতে
পালকি চলে জোর কদমে পালকি
পাহাড়ে জঙ্গলে ঘেরা কত নদী
পিরিত করে সোনার যৌবন
পিরিত করলে কি কেউ ছাড়ে
পিরিতের ভাব না জেনে
পিরীতি অমূল্য নিধি
পিরীতি করিলাম ক্যানে
পিরীতি না করেন বন্ধু রে
পিরীতি বিষম জ্বালা পিরীতি বিষম
পিরীতি সকলে জানে না জানে
পিরীতি সকলে বোঝে না
পুরানেতে না পাই তার ঠিকানা
পুতুল খেলার বিয়ে লো সই
পুতুল খেলার বিয়ে লো সই
পুঁথি পড়ে গোল পাকালি
পুণ্য ধাম বাপের বাড়ি
পূর্ণিমার চাঁদ ধরবি কে রে
পৃথিবী, কোথা তোমাদের ঝাড়ুদার
পেঁহুচল মধুপুরী, হাঁক পাড়ে ঘরি
পোনে ছটা বেজে গেল
প্যারী, ক্ষম অপরাধ আমার
প্রথম অঘ্রাণ মাসে নয়া
প্রভাত সময় কালে
প্রাণ কান্দে মন কান্দেরে
প্রাণ কান্দে মোর মৈষাল বন্ধুরে
প্রাণ গৌররূপ দেখতে যামিনী
প্রাণ তবু না রাখিব রে
প্রাণ সখিরে, ঐ শোনো কদম্ব তলে
প্রাণ বঁধু রে আসিলো কাত্তিকো
প্রাণ বন্ধুয়া বিনে গো আমার
প্রাণ ভরিয়ে ডাকবো মা গো
প্রাণবন্ধুর বিরহে মন মোর
প্রাণদূতী—এ, এ, এ, আরে তোমার
প্রাণের বন্ধুয়া রে
প্রেম করা সই আমার হল না
প্রেম করা কি জ্বালা
প্রেম করা কি মুখের কথা
প্রেম করা কি সহজ কথা
প্রেম কইরা মৈলাম গো, সই,
প্রেম করে হারালেম কুলমান
প্রেম কি সহজে হয়, আগাম-দিগাম
প্রেম কি সামান্যেতে রাখা যায়
প্রেম জানো না প্রেমের হাটের
প্রেম জানে না রসিক কালাচান্
প্রেম ডুবারু বিনে কে জানে
প্রেম নদীতে সুধা আছে
প্রেম পরশ রতন
প্রেম শিখাইয়া দিলি এত
প্রেম সরোবরের মাঝে ফুটেছে ডুমুরের
প্রেম সরোবরের পঙ্কে ফুটেছে এক
প্রেম সুখদ্বার, কৃষ্ণ রসাকার, রসনাতে
প্রেমবাজারে কে যাবি তোরা
প্রেমসূর্যের উদয় হলে
প্রেমিক ছাড়া বুঝবে না কেউ
প্রেমের কথা বলতে নাই
প্রেমের কথা বলব কারে
প্রেমের খেলা ইস্কের মামলা সবে
প্রেমের দাগ রাগ বান্ধা যার
প্রেমের বাজারে বিকে মানিক সোনারে
প্রেমের ভাব জেনেছে যারা
প্রেমের মড়া জলে ডোবে না (১)
প্রেমের মরা জলে ডুবে না(২)

প্রেমের সন্ধি আছে তিন

ফান্দে পড়িয়া বগা কান্দেরে
ফকির সেজে ফিকির কর গাছতলায়
ফকির হলি রে নিমাই কিসের
ফকিরি করবি ক্ষ্যাপা কোন্ রাগে
ফকিরের সজ্জা ধরে, বিলাস ছেড়ে
ফণীশিরে মণি আছে
ফরিদপুরের খেজুরে গুড়
ফিরবি কবে রে মন মরি
ফুল ফইটলে মহক আসে
ফুল ফুটেছে গোলাপ বাগানে।
ফের পলো তোর ফিকিরেতে
ফেরেব ছেড়ে কর ফকিরি

ব ভ top

বড় গোল নিরাকার নয়, সাকার
বড় দুঃখ পাইয়া রে ভাই
বড় নাম শুনে এসেছি
বড় ভুল করেছি মূলে
বড় মজা গো আইন পাশে
বড়লোকের বিটি লো
বড় সাধ হয়েছে, দিব জবা
বদর বদর বদর বইলা মাঝি
বন পোড়ে তা সবাই জানে
বনে এসে হারালাম কানাই
বনে তার ভয় কি হাতে
বনের পাখী মনে এসে গান
বন্দে গুরু গৌর নিত্যানন্দে
বন্দেগী আদায় হবে কিসে
বন্দেমাতরম বলে
বন্দোম্ সরেস্বতী দেব নারায়ণ
বন্ধু আমার নয়নমণি গো আমার
বন্ধু আমার নির্ধনিয়ার ধন
বন্ধু কই রইলি রে অকূলে ভাসাইয়া
বন্ধু তুমি আসিও খবর পাইয়া
বন্ধু তোমার লাগিয়া রে,
বন্ধু তোর লাইগারে আমার তনু
বন্ধু দাঁড়াও রে প্রেমের বাতাস
বন্ধু বাঁশী দাও মোর
বন্ধু মোর কালিয়া
বন্ধুনীরে সোনার চাঁদ
বন্ধুর বাড়ি হতে রে মন
বর এলো মাদল বাজায়ে
বর্তমানে মাসের শেষে, হাব দেশে,
বল কারে খুঁজিস ক্ষ্যাপা
বল কারে চাহ তুমি মন
বল কোন ফুলে শ্রীকৃষ্ণ আছে
বল গো দূতী, বল আমারে
বল গো সজনি আমায় কেমন
বল বল, অ সুবল ভাই
বলরে জবা বল
বল রে নিমাই বল আমারে
বল রে বলাই তোদের ধরণ
বল রে বলাই তোদের ধরন
বল স্বরূপ কোথায় আমার সাধের
বলদে চড়িয়া শিবে শিঙ্গায় দিলা
বলতে পার, এ ব্রহ্মাণ্ডে, রইবে
বলতে পার মানুষ তুমি কোন
বলব বলব মনে করি সে
বলো আমার বাবা কোথায় গেল?
বলাই দাদার দয়া নাই প্রাণে
বলি আর যেওনা ভাই বৃন্দাবন
বলি ও কলির ব্যবহার বলব
বলি ও ননদী, আর দু মুঠো চাল
বলি কাম থাকিতে প্রেম
বলি, কালো বেড়াল কে পোষে
বসত তাদের শুনি ভাণ্ডের মাঝেতে
বসায়ে শখের মেলা রসের
বসন্‌রা বিয়া করে চৈতা রাজার
বসুন্ধরার বুকে বরষারই ধারা
বসে আছি আশা সিন্ধুর
বসে ভাবছি মনে
বস্তুকেই আত্মা বলা যায়
বক্ষ বইয়া পড়ে নারীর ঘাম
বাউল গানের হতেছে প্রচার
বাউল জীবন কারে কয়
বাউলা কে বানাইল রে হাসন
বাউলের আউল কথা
বাওহারে এক জুতের ঘর
বাঁকা নদীর পিছল ঘাটে
বাঁকা মনকে করতে নারলাম সোজা
বাকির কাগজ গেল হুজুরে
বাঁক্যে গেল মীনার মায়ের মন

বাঘ মারা ইঁদুরের কাছে যেয়ো
বাঘ মুণ্ডীর পাহাড়ে
বাঁশী ফুঁকে মনচোরা
বাঁশী বাজাইও না
বাঁশী বাজ ধীরে ধীরে
বাঁশের দোলাতে উঠে কে হে
বাঁশের দ্রব্য গঠন যত লোহা
বাজারে হাতী দেখা হয়েছে
বান এসেছে মরা গাঙে
বানিয়েছ পঞ্চভূতে এই বাংলাখান,
বাবা আমার আদি মোসলমান
বাবলা পাতার কষ লেগেছে
বায়না ছিল ডুর‍্যা শাড়ি ফুলকাটা
বারণ কর মা কৃষ্ণকে বাঁশী
বারে বারে আর আসা হবে না
বারো মাস পরে আইলি উমা
বারোতাল উদয় হল কলিকালে
বাহারে খবর আসে তারে তারে
বাংলাদেশের জংলা মোসলমান
বাংলার বাউল সুরসাগরে যেজন
বিচার করলে নাইরে বিভেদ কে
বিচার করি চাইয়া দেখি সকলেই
বিচার না জানিলে কেমনে কোরান
বিদায় দাও গো রজনী প্রেয়সী
বিদায় দে মা শচীরাণী
বিদেশী বঁধুয়ার সনে
বিদেশিনীর সঙ্গে কেউ প্রেম কর
বিদ্যাশেতে রইলা মোর বন্ধু রে
বিধিরে তুই আমায় ছাড়া রঙ্গ
বিনয় করি কহেন শ্রীমতী
বিনা কর্মে ধন উপার্জন
বিনে মেঘে বরষে বারি
বিয়ার কালে যুদ্ধে যাইতে ক্যান
বিরজার প্রেম নদীতে যে জন
বিরলে বল রে ও মন
বিড়াল কে পোষে পাড়ায়
বিড়াল বলে মাছ খাবো না
বিল ভরা থৈ থৈ গাঙ্গ
বিশখে, শ্যাম শোকেতে আমার এ
বিশাখা গো, সখা আমার কুঞ্জে
বিশ্বাসী হও ঐ চরণে
বিশ্বাসবাবু গেছেন মারা
বিষয়-বিষে চঞ্চলা মন দিবা রজনী
বিষামৃতে আছে রে মাখাচোকা
বুক্ক পানিত্ নামি কন্যা বুক্ক
বুক্কের উপোর কি গো মামি
বুঝবি রে গৌর প্রেমের কালে
বুড়োর কোওয়তে ঠুকারে দিল
বৃথা গঞ্জনা রানী দিও না
বৃথা ভবে খেলতে এলি
বৃন্দাবনবিলাসিনী রাই
বৃন্দাবনের বনে বনে
বেদ ছাড়া ফকিরের এই
বেদে কি তার মর্ম জানে
বেলা গেল পারে চল
বৈঠা জোরে বাও রে বন্ধু
বৈদেশী নাইয়া রে
বৈশাখী রসের কথা
বাউল বৈষ্ণব ধর্ম এক নহে
বোকা হয় গেলে ঢাকা শহরে
বোরাই ধান ভাই লাইগ্যাছে
ব্রজ হইতে নইদে এসে লাগলো
ব্রজের সে প্রেমের মর্ম সবায়
ব্রহ্মা বিষ্ণু শিবে করে
ব্রহ্মাকারা আনন্দধারা সহস্রারে দীপ্তাকার

ভক্ত হওয়া মুখের কথা নয়
ভক্তি না হইলে মওলা
ভক্তি ভরে ডাকলে রে মন
ভক্তের দ্বারে বাঁধা আছেন
ভগ্ন ঘরে মগ্ন কেন রইলি
ভগবানকে চিনবি যদি আগে চিন
ভজ ভজ মানুষ ভগবান
ভজন সাধন করবি রে মন
ভজন সাধন কেন হবে না
ভজা উচিৎ বটে ছড়ার হাঁড়ি
ভজে মুরশিদের কদম এই বেলা
ভব পারে কে যাবি রে
ভব পারে যাবি রে অবুঝ
ভবা কি জাত সবাই জিজ্ঞেস
ভবার ভুল ধরতে গেলে তুমি
ভবে আসা খেলব পাশা
ভবে এক সাধন করে
ভবে এসেছো বসেছো মন তাস

ভবে মানুষ গুরু নিষ্ঠা যার
ভবে রসিক যারা জ্যান্তে মরা
ভবের তাস খেলায় বসে
ভয় কি মরণে? রাখতে
ভয়ণ্ক্করী তোরে কালী কে বলে
ভাব দরিয়ায় ভাসাইলাম তরী
ভাবির কাছে ভাব ফুরাল
ভাই রে, দ্যাশে আছে দুইডা
ভাই রে মানুষ নাই এ
ভাঙা ঘরে টিকবে কি রে
ভাঙ্গব চারি দুয়ারের কবাট
ভাটি হতে আসিলেন
ভাটির গাঙের নাইয়া
ভাণ্ডতে ব্রহ্মাণ্ড দেখে
ভাদর আশিন মাসে ভ্রমর বসে(অ)
ভাদু! এসেছো বসেছো যদি হাসো
ভাদু চলেছেন লাচ্চে লাচ্চে
ভাদু পরবের হাট লাগলো রে
ভাদু লে লে লে পয়সা
ভাদু কে বাঁশি বাজালে
ভাদু যায় পড়িতে, বই খাতা
ভাদুর বিহা দিব কিসে
ভাব করো শ্যাম হল্য ভাবনা
ভাব মন অধমতারণ সত্যশরণ যার
ভাব মন দিবানিশি
ভাব-সাগরে ভাবের মানুষ
ভাবলি নে মন কোথা
ভাবি দিন কি ভয়ঙ্কর
ভাবের উদয় যেদিন হবে
ভাবের নদীতে কেন ডুব দিলাম
ভালা নাচেরে নাচে ভালা
ভাল করিয়া বাজান রে দোত্‌রা
ভালবাসার নাই রে মন
ভালোবাসা মাকড়শার জাল
ভিয়ান করলে সুধা
ভালবেসে ভুলাইলে কৈ দেখা দিলে
ভুল বুঝে শূল দিস না
ভুলব না ভুলব না বলি
ভুলো না বৈদিকের গাঁজার ধোঁয়ায়
ভুলো না মন কারো ভোলে
ভূষা কুটিতে নর, বিধ রলো
ভেদের কথা ভেদির নিকট জানতে
ভেবে দান্ত হারা
ভেবে দেখ মন কেউ কারো
ভেবে মরি কি সম্বন্ধ তোমার
ভোলা মনটি আমার
ভোলার মন আমার আনন্দে হরিগুণ
ভ্রমর কইও গিয়া শ্রীকৃষ্ণ

ম top

মইষাল মইষাল ডাকি বন্ধুরে
মকর পরব চইলে আইল কর্‌রে
মঙ্গল ঘট সারি সারি
মজলো আমার মন ভ্রমরা
মত্ত মধুপ দল বন্দে ভাদুমণি
মথুরার পথে যেতে, একি ভেলাই
মদনা চোর ঢুকেছে শহরে।
মদিনাতে এল মহম্মদ
মদিনায় রাসুল নামে কে এল
মদ-মত্ত মাতঙ্গিনী উলঙ্গিনী নেচে ধায়
মধুর দিল-দরিয়ায় যে জন ডুবেছে
♠মধুর দেল-দরিয়ায় ডুবে কর রে
মন আমার আজ পড়লি ফেরে
মন আমার কি ছার
মন আমার গেল জানা, কারো
মন আমার তুই কল্লি একি
মন আমার দেহঘড়ি
মন আমার মথুরা রে
মন কি ইহাই ভাবো-আল্লা পাব
মন কি তুই ভেড়ুয়া বাঙ্গাল
মন, কে তোমার যাবে সাথে
মনকে সাধু করতে পার
মন কেন তোর ভ্রম
মন খেলাও রে ডাণ্ডাগুলি
মন গুরুকে করো ভজনা
মন ঘোড়াকে বাগ ফিরাইতে নারলাম
মন চল যাই ভ্রমণে
মন চল রূপের নগরে
মন চালাও রে কলের গাড়ি
মন চাষা চিনলানা তুমি
মন-চোরা রে ধরবি যদি মন
মন তাঁতী কি বুনতে এলি
মন তুই করলি একি ইতরপনা
মন তুমি কি চিরজীবি

মন তুমি পণ্ডিত না খণ্ডিত
মন তুমি সহজে কি সই
মন, তোর আপন বলতে
মন তোর দেহ বাংলার জমিদারী
মন তোর বড্ড বাড়াবাড়ি
মন তোর মানব তরী
মন দুঃখে মরিরে সুবল সখা
মন দেখেশুনে ঘোর গেল না
মন না জেনে দিস্‌না নয়ন
মন না হলে সোজা
মন পাখী বিবাগী হয়ে
মন ফকিরা মনের কথা গুরুজী
মন বুঝি মদ খেয়ে
মনবেপারী ধরছে পাড়ি রংপুরের হাটে
মন মতিকে গৌরাঙ্গে
মন, মসজিদ ঘরে বইসা তুই
মন-ময়না বুলি ধরে না
মন মাঝি তোর জীর্ণ তরী
মন মাঝি তোর বৈঠা নে
মন মিছে ভাবনা, তুমি আপনার
মন মোর কারিয়া নিলু বন্ধুয়া
মন যদি চড়বি রে
মন যদি হয় নড়বড়ে কি
মন রে ঘুমাইছ কি হায়
মন রে, ফুল বাগানে নানা
মন রে, সামান্য কি তারে
মন রে সেই দেশের কথা
মন সোজা নয় সোজা কথা
মন সোনার বেনে
মন হয়েছে কুমারের চাক্
মনটা যদি সাধু হত
মন-ফরাজি এবাদতের আসল পুঞ্জি কি
মনরতি আজ রিপুর বসে রাত্রদিনে
মনে প্রাণে নয়নে তিনে ঐক্য
মনের কথা কইতে মানা
মনের কথা কইব কি সই
মনের কথা বলবো কারে
মনের কথা রইলো রে
মনের দেবতা মনেই গড়িয়া পূজা
মনের ডাকে দূরে কি থাকে
মনের বাঘেই মানুষ মারে বেশী
মনের ভ্রান্তি ঘুচে গেলে
মনের মনে ঠিকানা হোল না
মনের মানুষ অটলের ঘরে খুঁজে
মনের মানুষ খেলছে দ্বিদলে
মনের মানুষ নইলে
মনের মানুষ না হইলে মনের
মনের মানুষ নাই রে দেশে
মনের মানুষ পাই যদি ভাই
মনের মানুষ পাইলাম না, মনে
মনের মায়ায় তগি ফেলেছে
মনের সনে ঠিকানা হলো না
মনের হাউসে বান্ধিনু খোঁপা
মনের হরিষে কুঞ্জ করিলাম সাজন,
মনের হোলো মতি মন্দ
মনেরে বুঝাতে হল আমার দিন
ময়ূরপঙ্খী লৌকা আমার ম্যাঘনার চড়ে
মরণ কারো কথা শুনে না
মরণ তোমার আগে আগে পিছে
মরা মানুষের মরণের ভয় কি
মরি! এক আজব জন্তু এ
মরি কি কলের বাতি
মরি হায় রে আল্লা হায়
মরে হায় হায় রে মোল্লা
মলে ঈশ্বর প্রাপ্তি হবে
♠মওলা বলে ডাক রসনা
মহাতীর্থ সার পদার্থ মানব দরশন
মহাদেব ভাঙ্গর ভোলা শিব
মহাভারতের মানুষ হয় যে জনা
মা আমার বিশ্বরাণী
মা আমার সাগর পারের হরবোলা
মা আমারে হাতে করে মানুষ
মা কি নেই মোর ভূমণ্ডলে
মা গো অত আদর, অত
মা গো, আমি বেশ আছি
মা গো, হরহৃদে পা দিয়ে,
মা গো সাধে কি কই
ও মা, তরাও তারা এ
মা তোমায় আর ডাকবো কতো
মা তোমার গোপাল নেমেছে কালিদয়
মা তোর বরণ কালো লাগে
মা দিয়েছেন জীবনটুকু, রেখো যতন
মা মেনকা কাইন্দো না আর
মাইজ ভাণ্ডারের ভাবের রসিক

মাও জননী মোর উত্তরবাঙ্‌লা
মাকে যে বলেছিলে দুধের পখুর
মাগো আমায় আর মেরো না
মাগো আমায় দিও একখানি চিঠি
মাগো নেও না আমায় কোলে
মাঘ ফাগুনে মোকে ছাড়ি গেলা
মাঝি তুমি মাঝ গাঙে
মাঝি নাও লাগাও কূলে
মাঝি বাইয়া যাও রে
মাটির পিঞ্জিরার মাঝে
মানবদেহ কল্পভূমি যত্ন করলে রত্ন
মানব দেহেতে কি মতে অধঃউর্ধে
মানস নয়ন করি উন্মীলন
মানসকন্যা, কন্যাকুমারী, রয়েছে সাগর পারে
মানুষ অবিশ্বাসে পাইনে রে সে
মানুষ কি যায় কথায়
মানুষ গুরু কল্পতরু ভজ মন
মানুষ তত্ত্ব যার সত্য হয়
মানুষ তারে চিন্‌না নে
মানুষ তোমার কোথায় অবস্থান
মানুষ নাই রে দেশে ভাইরে
মানুষ বিনে ত্রিভুবনে কোথায় কি
মানুষ ভজ মানুষ পুজো
মানুষ ভজন করবা যদি মনে
মানুষ ভজন করব বলে মনেতে
মানুষ ভজলে সোনার মানুষ হবি
মানুষ মরে বিশ্ব ছেড়ে যাবে
মানুষ মানুষ বল সবে মানুষ
মানুষ মানুষ বিবিধ মানুষ
মানুষ মানুষ সবাই বলে কে
মানুষ রতন চিনলে না রে
মানুষ লুকাইল কোন শহরে
মানুষ হইতে কয়জন পারে
মানুষে নিষ্ঠারতি কর মন
মানুষে মানুষ রয়েছে মিশে
মানুষের আকৃতি হলে সে কি
মানুষের করণ করো
মানুষের জন্যেতে মানুষ ঘুরিয়া বেড়ায়
মানুষ-মক্কা কুদরতময়
মানুষ রতন করো যতন অযতনে
মায়াচুম্বুক কলে ফেলিছে
মায়া নদী কার জোরে তরি
মায়ে ত জিজ্ঞাস করুইন, দুর্গা
মায়ের ডাকে সব জেগেছে
মায়ের দুটি চরণ যেন, রক্তকমল
মায়ের পায়ের জবা হয়ে
মায়ের বিচার এমনি বটে
মারফতের গান
মালা জপে পাঁচবেলা
মালাতিলক ধরলে হয় না
মিছে কর ভালাভালি নতুন
মিছে জাত জাত করে করে
মিছে ভাই জাতির বিচার আচার
মিটিয়ে নে রে মন পাগলা
মিলন হবে কত দিনে
মুখ কোনা তোর ডিবডিবও
মুখে আল্লা রসুল বলে
মুখে পড়রে সদায় লা-ইলাহা-ইল্লাল্লা
মুখে হরেকৃষ্ণ হরি বল মনপাখি
মুখের কথায় কি সে চাঁদ
মুখের কথায় ধরা যায় না
মুর্শিদ আমায় ফেল না
মুরশিদ জানায় যারে মর্ম সেই
মুর্শিদ চাঁদ কি ধরা যায়
মুর্শিদ তোমায় ডাকি আমি বইসা
মুর্শিদ নাই যার সঙ্গের সাথী
মুর্শিদ নালিশ তোর দরবারে
মুর্শিদ বিনে কি ধন আছে
মুর্শিদ বিনে হবে না প্রেম
মুর্শিদ বল রে আমার মন
মুরশিদ রঙমহলে সদায় ঝলক দেয়
মুষ্টি ভিক্ষে করে আমি খেতে
মুসলমান বলে গো আল্লা
মৃত্যু তুমি কথা কও শুনি
মূলের ঠিক না পেলে সাধন
মেঘ আঁধার রাতি
মেনকা মাথায় দিল ঘোমটা
মেয়ে গঙ্গা যমুনা আর সরস্বতী
মেয়েকে চিনতে না পেরে ঘটল
মেয়ের প্রেমে মজিস না ভাই
মোর দেহ-কাষ্ঠের সারিন্দা
মোর সাঁইর আজব লীলাখেলা
মোর সোনা ছাড়িয়া ওরে গেইচে
মোরে চোর বল কি

য top

যখন ডালিমে দেয় মুকুল, সুগন্ধে
যখন ফুল কলি ছিল
যখন বন্ধু জ্বলবে রে প্রাণ
যত সব কানার হাটবাজার
যথা গরল তথা সুধা, দুয়েতে
যদি উজান বাঁকে তুলসী ধায়
যদি এসে থাকো হরি
যদি কল্পনা করে অরূপীর সে
যদি কেউ জট বাড়ায়ে হত
যদি গৌরচাঁদকে পাই
যদি ধরবি রে অধর
যদি মন, মায়ের দাবি করবি
যদি মন স্থির থাকে গুরু-নারায়ণের
যদি রূপনগরে যাবি
যদি রেচক পূরক কুম্ভক করবি
যদি শরায় কার্য্য সিদ্ধি হয়
যমুনা তটিনী তট নিকুঞ্জ
যমুনা পুলিনে শ্যাম নাগর ত্রিভঙ্গ
যমুনায় জল আনতে যাচ্ছ
যমের দূতে আসিয়া তোমায় হাতে
যা দেখি তা উল্টাপাল্টা
যা যা যা তেল দে
যাও যাও গিরিরাজ আনিতে
যাও রে, আনন্দবাজারে চলে যাও
যাও হে শ্যাম রাইকুঞ্জে আর
যাত্রা করাইয়া মোরে দেগো নন্দরাণী
যাবার সময় মন কেমন করে
যাবো রে এ স্বরূপ কোন
যাওয়া বুঝি আর হবে না
যাওয়ার আগে আশা গো জাগে
যার অঙ্গের বসন, পরশে হরষ
যার আছে নিরিখ নিরূপণ
যার আপন খবর আপনার হয় না
যার আমি করি ভরসা, পেতেছিলাম
যার তরে তোর প্রাণ কেঁদেছে
যার তার সনে প্রেম কইরো
যার বাঁশির ছন্দে, কালিন্দী আনন্দে,
যার মন ভালো নয় সে
যার মনে লাইগ্যাছে যারে
যার জন্যে বাউল, কেন সে
যার নাম আলেক মানুষ
যার যে দিন শুভ দিন
যার হয়েছে নিষ্ঠারতি
যারে ভাবলে পাপীর পাপ হরে
যাস না রে তুই হুরার
যে আমারে পাঠাল এই ভব-নগরে
যে উন্মত্ত হইয়াছে প্রেমের ডুরিতে
যে করে তোমার ভরসা, দুর্দশা
যে খোঁজে মানুষে খোদা
যে গুণে দেহ পয়দা
যে জন দেখেছে অটল রূপের
যে জন প্রেমের ভাব জানে না
যে জন প্রেমের ভাব জানে না (২)
যে জন প্রেমের ভাব জানে না
যে জন ভব নদীর ভাব
যে জন মানব দরিয়ার কূলে
যে জন শিষ্য হয়
যে জন সাধকের মূল গোড়া
যে জানে ফানার ফিকির, সেই
যে তোরে করেছে সৃষ্টি
যে দেখেছে সেই রূপের বিহার
যে দেশে বঁধুয়া গেইলো
যে না বরে বাঁচেরে আমার
যে পথে সাঁই চলে ফিরে
যে ভাব গোপীর ভাবনা
যে ভুল করিয়াছি আমি হায়
যে যা ভাবে সেই রূপ
যে যাবি আজ গৌর-প্রেমের হাটে
যেও না আন্দাজী পথে মন-রসনা
যেতে সাধ হয় রে কাশী,
যেমন বেণী তেমনি রবে চুল
যেরূপে সাঁই আছে মানুষে
যৈসন পূর্ণিমাচাঁদ করে

র ল top

রক্তরাঙ্গা দুটি চরণ কমল, শিব-হৃদি
রতনে রতন মেলে কিছু নহে
রঙমহলে চুরি করে কোথায় সে
রঙমহলে সিঁদ কাটে সদাই
রঙীন বাদাম উড়ায়ে নায়ে যাব
রজনী হৈল ভোর, কোকিলা করত
রমনীর ছয় পিরিতে মজায় না
রসিক কানাইরে পার করিয়া দেরে

♠রসিক নাম পাড়ায়ে মনা বেড়াও
রসিক রসিক বলে সবাই
রসিকের ভঙ্গিতে যায় চেনা
রসের কথা অরসিকে বলো
রসের গৌর হেরে
রসের ভাব জেনে না নিলে
রসুলকে চিনলে পরে খোদা
রাই জাগো রাই জাগো বলে
রাই রূপ হেরি সুবল অঙ্গে
রাইসাগরে ডুবল শ্যামরায়
রাইয়ে বলইন সুনা বন্দ
রাইরূপে শ্যাম অঙ্গ ঢাকা
রাখলে সাঁই কূপজল করে আন্দেলা
রাঙা মাটির পথে লো
রাণী, দেও গো জয়ধ্বনি
রাণী যশোদা বলে,
রাত দুপুরে ডাকাত ঢুকলো বাড়িতে
রাত্রি বেলা বউ আমাকে
রাত পোহালে পাখীটি বলে দে
রাধ বিনে প্রাণ বাঁচেনারে
রাধা রাধা নাম ধরে
রাধা শ্যাম একাসনে সেজেছে ভাল
♠রাধার গূণ কত নন্দলাল তা
রাধার তুলনা প্রেম যদি কেউ
রাধারানীর ঋনের দায়
রাম কি রহিম-করিম কালুল্যা-কালা
রাম রাম কৃষ্ণ কৃষ্ণ
রায় ডাক নদীর ঘাটং বসি
♠রাসুল রাসুল বলে ডাকি
রাসুলের সব খলিফা কয় বিদায়
রূপ দেখিলাম রে নয়নে আপনার
রূপ ধুয়ে কেউ জল খেও
রূপসী নদীর নাও
রূপে যে দিয়াছে নয়ন
রূপের ঘরে অটলরূপ বিহারে
রেখে অন্তরে দ্বেষ বেশ দরবেশ

♠লণ্ঠনে রূপের বাতি জ্বলছে রে
লইয়ে গুরুর মন্ত্র ছাড় হে
লম্বিত গলে মুণ্ডমাল দন্ডিতা ধনি
ললিতা বিশাখা শ্যামকে আনিয়া দেখা
লাগল ধূম প্রেমের থানাতে
লাম লাম, বনদুর্গা, যাইট শেওড়ার
লাল শালুকের ফুল ফোটে আঁধার
লা-ইলাহা ইল্লাল্লা হু
লাইলাহা ইল্লালার নকশা আছে
লাগে না ফুল চন্দন
লাভ করতে এসে
লাল পাহাড়ীর দেশে যা
লিলুয়া বাতাসে রে প্রাণ
লীলা দেখে লাগে ভয়
লীলাবালি লীলাবালি ভর
লুহা সিঁদুর দিবি বল্
লোকে কয় মহিন বাঙাল কোন
লোকে বলে রে
লোকে মন্দ কয়
লোকে মন্দ বলে রে
লোভ থাকতে প্রেম হবে না
লোভের দেশে যেও
ল্যাঙড়ায় লাফাইয়া চলে

শ top

শক্তিপূজা কথার কথা না
শক্তিশেলে যবে লক্ষণ পড়িল, কাঁদেন
শচীমাতা গো, আমি চার যুগে
শচীমাতা পদে গৌর জানায় প্রণতি
শত পুত্রের বাবা হয়ে গেছে
শয়নে গৌর স্বপনে গৌর
শরাবনঅ মাসে দিন গেলা
শরীক করনারে মন করি
শহরে বন্দরে মর্শিদ ঘুরিয়া বেড়াই
শহরে ষোলোজন বোম্বেটে
শান্তিপুরে হরির ধ্বনি
শাল তলে বেলা ডুবিল
শালবনে কুহু দেলা
ও শাশুড়ী মাই না পারি
শিব দূর্গা দুই জনে বসি
শিব শক্তির সাধন তত্ত্ব জানলে
শিব হে, তোমার এ কি
শিবের পাশে বসে শিবানী বলে
শৃঙ্গার রস যে জেনেছে, তার
শেরাবন ভাদর মাসে
শোন বলি পাগলের চেলা
শোন বলি শোন, ও রে

শোন ভাই সকলরে, তোরা শোন
শোনো গো আয়ান দাদা
শুকসারী কথা
শুদ্ধ প্রেম-রাগে ডুবে থাক রে
শুদ্ধ প্রেমরসের রসিক মোর সাঁই
শুদ্ধ প্রেম না দিলে ভজে
শুদ্ধ প্রেম সাধনে যারা
শুদ্ধ প্রেম সাধবি যদি
শুদ্ধ প্রেমের প্রেমী যে জন
শুধাইলে খুদার কথা
শুধু কি আল্লা বলে ডাকলে
শুধু ধন থাকিলে হয় না ধনী
শুধু রে ভাই জাতাজাতির দোষে
শুধু হরি বলে ডাকলে পরে
শুন রে সুবল ভাই
শুন ললিতে কই তোমারে
শুন বঁধু সুখবর
শুন সবে মন দিয়া হইবে শিবের
শুন হে লম্পট নিষ্ঠুর শ্যাম
শুনিলে প্রাণ চমকে ওঠে
শুনে অজানা মানুষের কথা
শুনে নাও একটি আজব কথা
শুনে প্রাণ শ্মশানকৃত
শুনে মৌলবীর ছন্দ হলাম ধন্দ
শোন গো রূপসী কন্যা গো,
শুনো রাধে বলি
শোলা ডোবে পাথর ভাসে
শ্যাম বন্ধু চিত-নিবারণ তুমি
শ্যাম বিচ্ছেদে প্রাণ বাঁচে না
শ্যামল বরন রূপে প্রাণ
শ্যামের বাঁশী নিষেধ করি তোরে
শ্যামের বাঁশি শুন সজনী
শ্রীচরণ পাব বলে ভবকূলে ডাকে
শ্রীদাম কহিছে বাণী
শ্বেত সরোজে রহ পড়ে, কে
ষড় রসিক বিনে কেবা তারে

স top

সই যাবে নি গো যমুনায়
সইলো, আর না যাইবাম্ জলে
সকলই কপালে করে!
সকল কাজের মিলবে সময়
সকল দেব-ধর্ম আমার
সকলি তোমারি ইচ্ছা
সকলে সাধ্য সাধন বলে
সকালে যাই ধেনু লয়ে
সখী আগ্যাইয়া দেখ তোরা
সখী পারঘাটে চল্ যমুনায়
সজনী পিরিতি কি ধন চিনিলায়
সত রজ তম এই
সত্য বলে জেনে নাও এই
সদা মন থাক বা-হোঁশ মানুষ
সদানন্দময়ী কালী
সদায় মুখে-দেলে রাখ গো সাঁই
সদায় সে নিরঞ্জন নীরে ভাসে
সন তেরশ ষোলো সালে রবিবারে
সন্ধ্যাকালে ও মায়ে
সন্ন্যাসী বানাইলো তোরে কে রে
সপ্তমীতে মা জননী মণ্ডপে মণ্ডপে
সব জাতির এক জারজ সন্তান
সব লোকে কয় লালন কি জাত
সবাই কি তার মর্ম জানতে
সবাই বলে লালন ফকির
সবে কি হবে ভবে ধর্মপরায়ণ
♠সবে বলে লালন ফকির কোন
সভায় এসে ভাবি বসে শুনলাম
সময় গেলে রে মন, সাধন
সময় থাকতে সেলা রে মন
সময় বুঝে বাঁধাল বাঁধলে না
সমীরণে আমার কানে এ কার
♠সমুদ্রের কূলে থেকে জল বিনে
সম্বন্ধ নাই কোন কালে, ডাকছে
♠সরল হয়ে করবি কবে ফকিরি
সরলে গরল মিশে না সরলভাবে
সরকারেই পদে নিবেদন
সরোবরে আসন করে রয়েছেন
সহজ গোপন প্রেম কেন করলাম
সহজ পথে হুঁচট লাগে দিনকানা
সহজ ভাবে দাঁড়াবে কি সে
সহজ মানুষ ভজে
সহজ মানুষের দেশে
সহজ মানুষের করণ
সামান্যে কি আধর চাঁদ পাবে
সামাল সামাল ডুবলো তরী ওরে

সাইকেলে দুদিক চাকা
সাইকেলে বিহাই যাইছেন ঘরে
সাইকেলের চাকায় হাওয়া কমে গেলে
সাঁওতাল করেছে ভগবান
সাঁই আমার কখন খেলে কোন
সাঁই দরবেশ যারা
সাঁই দরবেশের কথা বলব কারে
সাঁইয়ের লীলা দেখে লাগে চমৎকার
সাঁইয়ের লীলা বুঝবি খ্যাপা কেমন
সাগর কূলের নাইয়া রে
সাজরে গোঠে রাখাল
সাড়ে চব্বিশ তত্ত্বের কথা
সাধ না বুঝে সাধু সেজে
সাধ্য কিরে আমার সেইরূপ চিনিতে
সাধন কর ভজন কর তওবা
সাধন জেনে করণ কর তবে
সাধন ভজন মুখের কথা নয়
সাধনার পথে কণ্টক ভরা
♠সাধুসঙ্গ কর তত্ত্ব জেনে
সাধু সঙ্গ ভালো সঙ্গ
সাধের খাঁচা পড়ে রবে তোর
সাধের গইয়া যায় রে দিন
সাধের লাউ বানাইল মোরে
সাধের হু হু হু হু
সাপ খেলা দেখবি যদি
সাপ ধরা মোর জাতি গো
সাপ ধরিবার মন্ত্র আগে শিক্ষা
সাবধান! সাবধান!
সামান্যে কি তার মর্ম জানা যায়
সামান্যে কি সে ধন পাবে
সামান্যে কি সে প্রেম হবে
সামেক ধিয়ানে বাতুল গিয়ানে
সারাদিন গেলে ত্রিনাথের নাম লইও
সিন্নি খাওয়ার লোভ আছে যার
সীতা বড় দুঃখ পাইবে কাননে
সীতা সুন্দর মাজাতে চেলেনীর
সুকনালে সুখ ধারা
সুখ বসন্ত আইসে যায়
সুখ-সাগরের ঘাটে ফুল ফুটে মাসে
সুজন কাণ্ডারী ধারে রে
সুজন মাঝিরে কোন ঘাটে
সুন্দইর‍্যা মাঝির নাও উজান চলে
সুন্দরী বাহির হও, দেখোঁ চন্দ্রমুখ
সুবল রে প্রাণের সুবল
সুমঝে কর ফকিরি মন রে
সূর্যের সুসঙ্গে কমল কিরূপেতে যুগল
সুরীত কুরীত পিরিত তিন পিরিতের
সুহাগ চাঁন্দ বদনী দনি
সে আবার কেমন পাগল,
সে কথা কি কইবার কথা
সে করণ সিদ্ধি করা
সে কালার প্রেম করা কথার
সেকি আমার কবার কথা
সে কেমন কে তা জানে
সে কোন মানুষ এসে এই
সে ধন কি পড়লে মেলে
সে পরশের জোর যে পরশ
সে প্রেম সামান্যেতে কি রাখা
সে প্রেম সামান্যেতে কি জানা
সে বড় আজব কুদরতি
সে ভাব কি সবাই জানে
সে যারে বোঝায়, সেই বোঝে
সে যে মধুর মধুর কথা কয়
সেই অটল রূপের উপাসনা
সেই কালাচাঁদ নদেয় এসেছে
সেই দেশের কথা রে মন
সেই প্রাণের নিধি আছেন নিরবধি
সেই ফুলেরই সৌরভেতে
সেই যে আকার কি হল
সেথা নাই রে উকিল হয়
সোনা দিয়া বান্ধায়াছি ঘর
সোনা বউয়ের মনের ভাব বুঝা
সোনা বন্ধে আমারে
সোনা বন্ধের লাগিয়া মন কেন
সোনা বন্ধুরে কোন দোষেতে যাইবা
সোনার বরন লখাইরে আমার
সোনার বউগো তোর লাগিয়া
সোনার ময়না কান্দে কানাই
সোনার মান গেল রে ভাই
সোনার মানুষ ঝলক দেয় দ্বিদলে
সোনার মানুষ ভাসছে রসে
সোহাগ চাঁদ বদনী ধনি
স্নান করো না আঘাটায়
স্রোতের মাঝারে হাবুডুবু খাই

স্বপনে নাগর বর বসিয়েছে পালঙ্কের
স্বরূপ রূপে দেখ তাকে
♠স্বরূপে রূপ আছে গিল্‌টি করা
স্বরূপের বাজারে থাকি
স্বর্গের হাড়িয়া, হাড়িয়া, হাড়িয়া রে।
স্বসিন্ধুপারে সে বিন্দুধার, কার সাধ্য
স্বাধীন দ্যাশে লোক পালাইল

হ

top

হইলাম কলঙ্কের উদাসিনী গো
হতে চাও হুজুরে দাসী
হরদমে গুরুজীর নাম লইও
হরি কাঁদে হরি বলে কেনে
হরি কি বিনা সাধনেতে মিলে
হরিকে ধরবি যদি আগে শক্তি
হরি কোন দেবতা থাকেন কোথা
হরি ঘরে থাকা হল যে জ্বালা
হরি তোমায় ডাকবার আমার
হরি দিন তো গেল
হরি বল মন রসনা
হরি বলতে কেন নয়ন ঝরে
হরি বিনে বন্ধু নাই রে
হরিনাম দিয়ে জগৎ মাতালে
হরিনাম মহামন্ত্র আনল কে ভবে
হল্‌-করা বিলাতী তাস আর
হল বিষম রাগের করণ করা
হা রে ও প্রাণনাথ এস এস
হাই-ঝিরিঝিরি ঝিরিঝিরি
হাওয়া দিয়া বেলুনটারে ওড়াইলে
হাওয়া গাড়ী চলিয়া গেল বন্ধু
হাওয়ার গাড়ী চইলা গেল
হাজার টাকা বেতন হভেক তর
হাতে পায়ে বেড়ি তোর পড়লো
হাতে লেল ঠেঙা পায়ে লেল
হারে ও সুন্দর মাঝি রে
হাসি হাসি, কালশশী, আমরা আসি
হাসিতে খেলিতে আসিনি এ জগতে
হাছন রাজা নাচতে আছে আল্লা
হাত ধরিয়া কঁও যে কথা
হানেফ বলে আয় মোর কোলে
হামকে নাই দিলে মহ্‌ল সিঝা
হায় গো জলে ঢেউ দিও না
হায় চিরদিন পুষলাম এক অচিন
হায় বিধি
হায় মোর দিন যায় ভাবুতে
হায় রে, আমার সাধের টুসুধন
হায়রে, এখনো ফোটেনি আঁখি যার
হায়রে পিতলের কলসী
হায় রে বন্ধু নাই রে
হায় রে মন তুই যাবি
হায় রে মনুয়া মাঝি
হায় রে মোর প্রাণ নিয়ে
হায় হায় করেন রাজা
হারাইয়া তালাস করি প্রাণবন্ধু আমার
হারালাম একূল আর ও কূল
হাসন রাজায় কয় আমি কিছু
হিন্দু গো দুগ্‌গি পূজা
হিন্দু যবন খ্রিস্টান
হিসাব আছে এই মানব-জমিনে
হিসাব করে দেখলি না মন
হিসাব দেখ এই মানব জমিনে
হিংসা ভরা হৃদয় নিয়ে
হীরা লালমতির দোকানে গেলে
হীরালাল জহরের কুটী
হুজুরে কার হবে রে নিকাশ
হৃদ কমলার সনে
হৃদ্‌মাঝারে রাখব ছেড়ে দেব না
হৃদ্‌মাঝারে রাখব দয়াল কারোকে না
হৃদয় ও পিঞ্জিরায় বসে
হৃদয় কমল চলতেছে ফুটে
হেঁইও রে হেঁইও
হে গুরু দোহাই তোমার মনকে
হেন মানব জনম আর কি
হের সহচরী যায় বিভাবরী
হো ঐ দেখো কে যায়

ক্ষ

top

ক্ষম অপরাধ ওহে দীননাথ
ক্ষিতি অপ তেজ মরুৎ আকাশে
ক্ষেপা তুই না জেনে
ক্ষ্যাপারে দেহ জানলে তবে
ক্ষ্যাপা প্রেম নদীতে স্নান করিতে

top comments

- Essential dependence on Bangtex by Palash B. Pal for LaTeX.
- Also used *colordvi, color, supertabular, hyperref* and *colortbl*. PS and Pdf outputs are created by dvips, pdflatex.

- These are (i) directly from singers. (ii) transcripted from recorded songs, or (iii) from various books and publications.

- contact address: somen@iopb.res.in (Somen Bhattacharjee, Institute of Physics, Bhubaneswar) or mukherji@iopb.res.in (Sudipta Mukherji, Institute of Physics, Bhubaneswar).
  For more information :
  http://www.iopb.res.in/~somen/lokgiti.html